CATECHISM OF ZOOLOGY

(in Bengallee)

PART I

by

CHUNDY CHURN DEY

প্রাণিতত্ত্বসার।

(প্রশ্নোত্তর মালা)

প্রথম ভাগ।

শ্রীচণ্ডীচরণ দে কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা।

প্রাকৃত যন্ত্র।

শুদ্ধিপত্র

এই পুস্তকের ২ পৃষ্ঠার ১১ পংক্তিতে "অংশুশীরা" শব্দের পরিবর্ত্তে "অংশুশির" শব্দ হইবে, এতদ্ব্যতীত আর যে কয়েক স্থানে ভ্রম আছে, যদ্যপি ঈশ্বরেচ্ছায় এই পুস্তক দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হয়, তাহা হইলে উক্ত ভ্রমগুলি সংশোধনে বিশেষ যত্নবান্ হইব।

বিজ্ঞাপন।

অধুনা সুসভ্য ইংরাজ রাজপুরুষগণের সমধিক প্রযত্নে বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে যে সকল বাঙ্গালা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, তত্রত্য ছাত্রেরা সাহিত্য, গণিত, পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, ভূগোল ও খগোল প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্রেরই যথাসাধ্য অনুশীলন করিতেছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, একাল পর্য্যন্ত কেহ প্রাণিবিদ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় নাই। সকলেই এই বহুল উপকারক বিদ্যার প্রতি সাতিশয় অনাদর প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে কি জন্য ইহাকে উপেক্ষা করেন, তাহা সবিশেষ বলিতে পারি না। যে বিদ্যার অনুশীলনে বিশ্বপিতার অসীম ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে বিদ্যার প্রতি আমাদিগের বিরাগ প্রদর্শন করা কোন মতে যুক্তিসিদ্ধ নহে। আমি এসমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়াই এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই; কিন্তু সমস্ত সঙ্কলন করিতে গেলে অনেক সময়ের আবশ্যক এবং বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণেরা তৎপ্রতি কি রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ

করিবেন, মনোমধ্যে এই চিন্তা করিয়া কেবল স্তন্যজীবিবর্গের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ, আকার, স্বভাব, শ্রেণী ও সম্প্রদায়ভেদ প্রভৃতি বিষয়ের স্থূল স্থূল বিবরণ অতি সরল ভাষায় রচনা করিয়া ১ম খণ্ড নাম দিয়া কতিপয় বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করি, তাঁহারা ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া মুদ্রিত করিতে পরামর্শ দেন। আমি কেবল উক্ত সহৃদয় মহাশয়গণের সমুচিত উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াই পুস্তকপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই গ্রন্থখানি ইংরাজি হইতে সঙ্কলিত তাহা বলা বাহুল্য মাত্র; কিন্তু কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। অস্মদ্দেশীয় সুকুমারমতি বালকগণের পাঠের সুবিধার নিমিত্ত ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যপ্রধানজনপদের বালকশিক্ষার প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রশ্নোত্তরে এই পুস্তকখানি লিখিত হইল। এক্ষণে দেশ হিতৈষী বিদ্যালয় সমূহের অধ্যক্ষ ও তত্ত্বাবধারক মহাশয়েরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র অনুকূল ভাব প্রকাশ করিয়া স্বীয় স্বীয় অধীনস্থ বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকমধ্যে পরিগণিত করিলেই এতজ্জনিত

সমুদয় শ্রম সফল জ্ঞান করিয়া ক্রমশঃ অপরাংশ প্রকটনে একান্ত যত্নশীল হইব।

পরিশেষে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, মদীয় পরমবন্ধু অরুণোদয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তী এবং প্রাণিবৃত্তান্ত প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু সাতকড়ি দত্ত এতদুভয় মহাশয় মুদ্রাঙ্কন সময়ে অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়া দিয়াছেন বলিয়াই ইহা প্রকাশ করণে সাহসী হইয়াছি. নতুবা মাদৃশ ব্যক্তি দ্বারা এতাদৃশ সুকঠিন কার্য্য সম্পন্ন হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নহে।

শ্রীচণ্ডীচরণ দে।

কলিকাতা। সিমুলিয়া।
সংবৎ ১৯১৮। ১লা ফাল্গুন।

উ। কোন্ জন্তু কোন্ শ্রেণীভুক্ত, কাহার কি নাম, কে কোন্ জাতি, কাহার কিরূপ স্বভাব এবং কাহার দ্বারা জগতের কি পরিমাণে উপকার হয়, ইহা বিশেষ রূপে জানিবার নিমিত্ত প্রাণিবিদ্যা শিক্ষা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

প্র। প্রাণিবেত্তা বেরণকুবিয়র, সমস্ত জীবগণকে কয় প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন?

উ। পৃথিবীমণ্ডলস্থ যাবদীয় জীবগণের বিশেষ বিশেষ আকারানুসারে, প্রথমতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—

(১) মেরুদণ্ডী। (৩) গ্রন্থিল।

(২) কোমলাঙ্গ। (৪) অংশুশীরা।

এবং এক এক ভাগভুক্ত প্রাণিগণের বিশেষ বিশেষ লক্ষণানুসারে বর্গ, শ্রেণী, জাতি ও সম্প্রদায় ভেদ করিয়াছেন।

প্রথম ভাগ।

মেরুদণ্ডী।

প্র। কাহাদিগের নাম মেরুদণ্ডী?

উ। যে সকল জীবের করোটী অর্থাৎ মস্তিষ্কাধার, উষ্ণ শোণিত, সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় এবং পৃষ্ঠদেশে মেরুদণ্ড আছে; তাহাদিগকে মেরুদণ্ডী অথবা সমেরু কহে।

প্র। মেরুদণ্ডী প্রাণীরা কয় বর্গে বিভক্ত ?

উ। তাহারা চারি বর্গে বিভক্ত ; যথা—

(১) স্তন্যজীবী। (৩) সরীসৃপ।

(২) পক্ষী। (৪) মৎস্য।

প্রথম বর্গ।

স্তন্যজীবী।

প্র। স্তন্যজীবী কাহাদিগকে বলে ?

উ। যে সকল প্রাণী শৈশবাবস্থায় স্তনের দুগ্ধ পান করিয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে, তাহাদিগকে স্তন্যজীবী কহে ; যথা— মনুষ্য, হস্তী, উষ্ট্র, ছাগ ইত্যাদি।

প্র। সংস্কৃত শাস্ত্রবেত্তারা স্তন্যজীবী প্রাণীগণকে কি সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন ?

উ। জরায়ুজ।

প্র। জরায়ুজ শব্দের অর্থ কি ?

উ। জরায়ুজ অর্থাৎ গর্ভজাত ; যে সকল প্রাণী একেবারে সন্তান প্রসব করে, তাহাদিগকে জরায়ুজ কহে।

প্র। স্তন্যজীবী প্রাণি সকল কয় শ্রেণী ভুক্ত ?

উ। সমস্ত চেতন পদার্থ মধ্যে স্তন্যজীবী প্রাণী মনুষ্যদিগের বিশেষ উপকারী, এই নিমিত্ত প্রাণিবেত্তারা ইহাদিগের আকার, আহার, বিহার ও জীবনধারণের বিশেষ বিশেষ নিয়ম পর্য্যালোচনা করিয়া একাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ; যথা—

(১) দ্বিভুজ - - - - - - মনুষ্য।
(২) চতুর্ভুজ - - - - - - বানর।
(৩) অঙ্গুলীপক্ষ - - - বাদুড়, চামচিকা।
(৪) কীটভুক্ - - - - - ছুঁচা প্রভৃতি।
(৫) মাংসভুক্ - - - - সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি
(৬) তিমিধর্ম্মী - - - - - তিমি প্রভৃতি।
(৭) স্থূলচর্ম্মী - - - - - হস্তী, গণ্ডারাদি।
(৮) রোমন্থী - - - - - - গো, মেষাদি।
(৯) দন্তহীন - - - - - - শ্লথাদি।
(১০) তীক্ষ্ণদন্তী - - - - - শশক, উন্দুরাদি।
(১১) দ্বিগর্ভ - - - - - - কঙ্গারু প্রভৃতি।

প্রথম শ্রেণী।

দ্বিভুজ।

প্র। পৃথিবীমধ্যে কোন জাতীকে দ্বিভুজ প্রাণী বলা যাইতে পারে?

উ। মনুষ্যজাতি ভিন্ন এই ভূমণ্ডলে আর দ্বিভুজ প্রাণী নাই।

প্র। মানবগণকে অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রাণী বলে কেন?

উ। ইহারা ঈশ্বর প্রদত্ত বুদ্ধি ও বিবেকশক্তিপ্রভাবে ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত প্রাণিগণের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, এই নিমিত্ত দ্বিভুজেরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীব। বিশেষ আত্মাবিশিষ্ট।

প্র। মনুষ্যেরা কি অন্যান্য স্তন্যজীবীর ন্যায় আম-দ্রব্য ভক্ষণ করে?

উ। না, ঈশ্বর মানবগণকে হস্ত, ও পদ দিয়াছেন, তদ্দ্বারা আবশ্যকমত ভক্ষ্যসামগ্রী আহরণ করিয়া অগ্নিতে পাক করতঃ ভক্ষণ করিয়া থাকে; কেবল কতগুলি সুপক্ক ফল মূল ভক্ষণ করিলে পীড়া হয় না।

প্র। মনুষ্যেরা কি পশুদিগের ন্যায় সম্মুখের হস্তদ্বয়ে ভর দিয়া চলে?

উ। না, ইহারা দুই পায়ে ভর দিয়া দণ্ডায়মান হয় এবং যথেচ্ছা গমনাগমন করিতে পারে।

প্র। মানবজাতি কি পৃথিবীর সকল দেশে বাস করে?

উ। জগদীশ্বর দ্বিভুজ প্রাণিগণকে কি শীতমণ্ডল, কি গ্রীষ্মমণ্ডল ও কি সমমণ্ডল সকল স্থানে বাস করিবার উপযুক্ত প্রাণীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; কেবল মেরুসন্নিহিত অসহ্য শীতপ্রধানদেশে বাস করিতে অক্ষম।

প্র। মনুষ্যেরা কয় ফিট পরিমিত হইয়া থাকে?

উ। প্রমাণ মনুষ্যকে অন্যূন ৫ ফিট ৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দেখা যায়; কিন্তু দেশভেদে ইহার তারতম্যও দৃষ্টি হইয়া থাকে।

প্র। সচরাচর মনুষ্যেরা কত দিন বাঁচে?

উ। মরণের নির্দ্ধারিত সময় নাই; মনুষ্যেরা প্রায় ঊর্দ্ধ সংখ্যায় এক শত বৎসরেরও অধিক কাল বাঁচিয়া থাকে, তন্মধ্যে ৪০ অবধি বর্দ্ধনকাল; তৎপরে বার্দ্ধক্যদশা; যাহারা ৭০

৮০। ৯০ অথবা ১০০ শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, তাহাদিগকে লোকে দীর্ঘজীবী বলে।

প্র। ভূমণ্ডলে সর্ব্বশুদ্ধ অনুমান কয় কোটী মনুষ্য বাস করে?

উ। ভূমণ্ডলে ন্যূনাধিক ৯৭,৩০,০০,০০০ মনুষ্য বাস করে, তন্মধ্যে আসিয়াখণ্ডে ৬০,০০,০০,১০০ ইয়ুরোপখণ্ডে ২৩,৪০,০০,০০০ আফ্রিকাখণ্ডে ৭,০০,০০,০০০ আমিরিকা খণ্ডে ৪,৪০,০০,০০০, এবং সামুদ্রিকায় ১,৫০,০০,০০০।

প্র নরবংশবিৎ পণ্ডিতেরা মনুষ্যজাতির রীতি, নীতি, গঠন ও বুদ্ধির প্রাথর্য্যানুসারে কয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছেন?

উ। মনুষ্যজাতি ৫ প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত; যথা—

(১) ক্বাকশ্যাস্। (৪) আকরিক।

(২) মোগল। (৫) আমরিক।

(৩) মালয়ীন।

এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংসর্গে অনেক বর্ণ সঙ্কর-জাতি উৎপন্ন হইয়াছে।

১ম ক্বাক্বশ্যাস্।

প্র। কাকশ্যাস্‌দিগের গঠন ও বর্ণ কিরূপ?

উ। কাকশ্যাস্ অথবা কাস্পীয়ানজাতি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর-গঠন ও শুভ্র বর্ণ; কিন্তু ঈষদালক্ত অবধি অতি ঘোর বর্ণের ব্যক্তি দেখা যায়। মস্তক অণ্ডাকার ও সুপরিমিত, ললাট বিস্তৃত ও সুদৃশ্য, নাসিকা উন্নত, বদন

অণ্ডাকৃতি এবং বিপুল শ্মশ্রুযুক্ত, ওষ্ঠাধর সংকীর্ণ, কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও চাচর।

প্র। ক্কাকশ্যাস্ শব্দের অর্থ কি?

উ। ক্কাকশ্যাস্দিগের প্রথম উৎপত্তি স্থান ব্লাক ও কাস্পীয়ান সাগরের মধ্যবর্ত্তী ককেসস্ নামক পর্ব্বতের উত্তর প্রদেশ; তন্নিমিত্ত প্রাণিবেত্তারা এই জাতিকে ক্কাকশ্যাস্ নামে উল্লেখ করেন। ইহারা তথা হইতে পৃথিবীস্থ নানা দেশে বসতি করিতেছেন।

প্র। কোন্ কোন্ দেশবাসী মনুষ্যগণকে ক্কাকশ্যাস্ বলা যায়?

উ। উত্তরশীতমণ্ডলস্থ লাপলণ্ড ও রুশীয়া ব্যতীত, সমস্ত ইয়ুরোপ খণ্ড; আসিয়াস্থ তুরষ্ক, আরব, পারস্য, আফ্গানস্থান ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ সকল; এবং আফ্রিকার অন্তর্গত বার্ব্বরি, মিসর, নিউবিয়া ও আবিসিনিয়ার অধিবাসিদিগকে ক্কাকশ্যাস্ বলা যাইতে পারে।

২য় মৌগল।

প্র। মৌগলজাতির লক্ষণ কি?

উ। মৌগল অথবা মঙ্গলদিগের আকার খর্ব্ব, বর্ণ পিঙ্গল, কেশ দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ, মস্তক চতুরস্র, ললাট সংকীর্ণ ও পশ্চাৎ ভাগে নত, নাসিকা অপ্রশস্ত, স্থূল ও নিম্ন, চক্ষু ক্ষুদ্র ও পরস্পর অন্তর, মুখ প্রশস্ত ও অল্প শ্মশ্রুযুক্ত,

হনূ উন্নত ও দীর্ঘ, ওষ্ঠাধর স্থূল এবং দন্ত অধরোপরি স্থাপিত।

প্র। এই জাতিকে মৌগল বলে কেন?

উ। চীনতাতারের অন্তর্গত মঙ্গলীয়া প্রদেশের আদিমবাসী, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে মৌগল বলে; ইহারা তথা হইতে ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইয়া সাইবিরিয়া, তুরাণ, চীন, ব্রহ্ম, স্যাম, ইয়ুরোপস্থ ফিনলেণ্ড, লাপ্লাণ্ড এবং আমিরিকার মধ্যে গ্রীনলেণ্ড ও স্কুইম প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়া থাকে।

প্র। মৌগলজাতির আচার ব্যবহার কি রূপ?

উ। মৌগলজাতি কাকশ্যস্ জাতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও সভ্য নহে। ইহাদিগের মধ্যে চীনদেশীয় লোকেরা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চীনেরা প্রাচীন রীতি নীতির বশীভূত; কখন ঐ সমস্ত রীতি পরিবর্ত্তন করিতে ভাল বাসে না, তজ্জন্য ২০০০ বৎসর পুর্ব্বে ইহারা যদ্রূপ অবস্থায় কাল যাপন করিত, এক্ষণে অবিকল সেইরূপ আছে কিঞ্চিন্মাত্রও পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই।

৩য় মালয়ীন্।

প্র। মালয়ীন্ জাতি কাহাদিগকে বলে?

উ। মালয়ীন্ অথবা মালয়জাতির বর্ণ পীঙ্গল, কেশ কৃষ্ণ বর্ণ ও কুঞ্চিত, কপাল প্রশস্ত ও উন্নত, চক্ষু মিম্র এবং নাসিকা স্থূল ও চেপ্টা।

প্র। মালয়ীন্‌জাতির বাসস্থান কোন্ কোন্ প্রদেশ ?

উ। মালয়ীন্‌জাতি মালয়দেশের আদিমবাসী। ইহারা মালয়, ভারতসমুদ্রস্থিত দ্বীপপুঞ্জ, নবজিলণ্ড, সামাজিকপুঞ্জ, ফিলিপাইনপুঞ্জ এবং ফারমোসা প্রভৃতি স্থির সামুদ্রীয় দ্বীপশ্রেণীতে বাস করে।

প্র। মালয়ীন্‌জাতির স্বভাব কিরূপ ?

উ। মালয়ীন্‌জাতির স্বভাব স্থান বিশেষে বিভিন্নতা দৃষ্টি হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানবাসী মালয়ীনেরা বুদ্ধিমান্, চতুর, মৃদুস্বভাব ও সভ্য; তদ্বিপরীতে অন্য জাতি সাহসী, হিংস্রক, পরাপকারী এবং অসভ্যাবস্থায় কাল যাপন করে।

৪র্থ আফরিক।

প্র। আফরিকজাতির গঠন ও চরিত্র বর্ণন কর ?

উ। আফরিক অথবা কাফ্রিজাতির আকার সর্ব্বাপেক্ষা কুশ্রী, বর্ণ অঙ্গারতুল্য, কেশ পশমের ন্যায় কুঞ্চিত ও বিরল, মস্তক অপ্রশস্ত ও গোলত্ববিহীন, ললাট সঙ্কীর্ণ ও পশ্চান্নত, চক্ষু ক্ষুদ্র ও উজ্জ্বল, নাসিকারন্ধ্র বিস্তৃত, দীর্ঘ ও উভয় পার্শ্ব স্ফীত এবং গণ্ডের সহিত সমতল; হনু দীর্ঘ এবং ওষ্ঠদ্বয় অত্যন্ত স্থূল।

প্র। আফরিকজাতি আফ্রিকার কোন্ কোন্ প্রদেশে বাস করে ?

উ। ইহারা আফ্রিকার দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাগের আদিম-

বাসী, এক্ষণে দাসব্যবসায়িদিগের দ্বারা নীত হইয়া নূতন মহাদ্বীপের নানা স্থানে বসতি করিতেছে।

৫ম আমরিক।

প্র। কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগকে আমরিক বলে ও তাহাদিগের আকার কিরূপ?

উ। পঞ্চম সম্প্রদায়ের নাম আমরিক; এই জাতির বর্ণ তাম্র সদৃশ, মস্তক ক্ষুদ্র ও ডিম্বাকার, কেশ দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ, কপাল উন্নত, এবং কোঠরাক্ষ। ইহা ব্যতীত মোগলজাতির অঙ্গের সহিত এই জাতির অপরাপর অঙ্গের অনেক সাদৃশ্য আছে।

প্র। আমরিকজাতির আদিম বসতিস্থান কোথায়?

উ। আমরিকেরা আমরিকার আদিম অধিবাসী, ইহারা উত্তরামরিকার স্কুইম প্রদেশ ভিন্ন, আর আর সমস্ত স্থানে বাস করিয়া থাকে, তজ্জন্য এই জাতিকে আমরিক বলে।

প্র। আমরিকদিগের চরিত্র কিরূপ?

উ। আমরিকেরা অতিশয় অসভ্য, নিরাশ্রমী ও জঙ্গলা। ইহারা এক এক জাতি এক এক ব্যক্তির অধীনে বাস করে ও সর্ব্বদা পরস্পরে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। পেরু ও মেক্সিকোবাসী আমরিকেরা ইহাদিগের মধ্যে সভ্য ও বুদ্ধিমান্।

দ্বিতীয় শ্রেণী।

চতুর্ভুজ।

প্র। চতুর্ভুজ প্রাণী কাহাকে বলে?

উ। যে সকল প্রাণীর পদদ্বয়ের পাতা মনুষ্যের হস্তের ন্যায় এবং অঙ্গুলী সকল হস্তাঙ্গুলীর কার্য্য করে, তাহাদিগকে চতুর্ভুজ প্রাণী কহা যাইতে পারে।

প্র। পৃথিবীমধ্যে কোন্ কোন্ প্রাণী চতুর্ভুজ?

উ। ভূমণ্ডলে বানরজাতি ভিন্ন আর চতুর্ভুজ প্রাণী নাই।

প্র। চতুর্ভুজ অর্থাৎ বানরজাতির আকার কি রূপ?

উ। অন্যান্য জীবগণ মধ্যে চতুর্ভুজজাতির সহিত মনুষ্য-জাতির অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়, ইহাদিগের শরীর লঘু ও লোমাচ্ছাদিত, হস্তের ও পদের পাতা মনুষ্যহস্তের ন্যায় পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলীবিশিষ্ট, এবং পদে গুল্ফ নাই বলিয়া ঠিক সোজা হইয়া দাড়াইতে পারে না; গাত্রের মাংসপেশী সকল অতিশয় দৃঢ় ও বলবান্।

প্র। চতুর্ভুজগণের দন্তশ্রেণী কিরূপ?

উ। চতুর্ভুজদিগের চর্ব্বণ, শ্বা ও কর্ত্তক তিন প্রকারই দন্ত দেখা যায়।

প্র। বানরগণকে শাখামৃগ বলে কেন?

উ। জগদীশ্বর ইহাদিগের পায়ের পাতা মনুষ্যদিগের হস্তের ন্যায় নির্ম্মাণ করিয়া অত্যন্ত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, ইহারা তদ্দ্বারা ভূমি অপেক্ষা বৃক্ষশাখায় উত্তমরূপে ভ্রমণ ও একবৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে অনায়াসে

লম্ফ প্রদান করিতে পারে তজ্জন্য ইহাদিগকে শাখা-মৃগ বলে।

প্র। চতুর্ভুজগণের স্বভাব কি রূপ?

উ। ইহাদিগের স্বভাব বাল্যাবস্থায় অত্যন্ত চঞ্চল, খল, ও ঔদারিক দেখা যায়; কিন্তু গৃহপালিত হইলে, বন্য-স্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হয় ও নানা কৌতুক অভ্যাস করিয়া সময়ে সময়ে কৌতুকপ্রিয় লোকদিগের মনো-রঞ্জন করে।

প্র। ইহাদিগের মেধাশক্তি কিরূপ?

উ। চতুর্ভুজদিগের মেধাশক্তি অতিশয় প্রবল, কোন কোন বৃহৎজাতিকে মনুষ্যের ন্যায় অলৌকিক বুদ্ধি প্রকাশ করিতে দেখা যায়।

প্র। চতুর্ভুজপ্রাণী কি দলবদ্ধ হইয়া বাস করে?

উ। হাঁ, ইহারা এক এক পালে ২০০।২৫০ শত একত্র হইয়া বৃক্ষশাখায় বাস করে, তন্মধ্যে একটী বলবান্ বানর দলপতি থাকে, যাহাকে এতদ্দেশীয় লোকেরা "গোদা" শব্দে কহে। কোন কোন বৃহৎ জাতিকে বনমধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে দেখা যায়।

প্র। ইহাদিগের আহারীয় দ্রব্য কোন্ কোন্ বস্তু?

উ। চতুর্ভুজজাতি বৃক্ষের ফল, মূল, কোমলপল্লব ও নানা প্রকার শস্য ভক্ষণ করে; কখন কখন উক্ত দ্রব্যাভাবে কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি ধরিয়া খায়।

প্র। বানরী এককালে কয়টী সন্তান প্রসব করে?

উ। বানরী একেবারে একটী সন্তান প্রসব করে।

প্র। ইহাদিগের সন্তানস্নেহ কিরূপ?

উ। বানরী স্বীয় শাবকের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করে ও সর্ব্বদা সতর্কতা পূর্ব্বক অতি যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। কোন কোন জাতি কোথাও গমন করিলে, শাবককে পৃষ্ঠে করিয়া যায়; যদ্যপি কোন কারণে শাবকের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে বানরী অত্যন্ত শোক প্রকাশ করে।

প্র। চতুর্ভুজেরা কত কাল জীবিত থাকে?

উ। ইহারা মনুষ্যজাতির সমজীবী; কিন্তু কোন কোন বৃহৎ জাতি ২০০ শত বৎসরেরও অধিক কাল বাঁচে।

প্র। ভূমণ্ডলে কত প্রকার চতুর্ভুজ প্রাণী আছে?

উ। প্রাণিবেত্তারা কহেন, একাল পর্য্যন্ত ১৭০ প্রকার বানর দেখা গিয়াছে, কিন্তু সকলের অবয়ব সমান নহে; কতগুলির আকার বড়, কতগুলির আকার ছোট, কোন জাতির অঙ্গুলী নাই, কোন জাতির লাঙ্গূল নাই ও কোন কোন জাতির গণ্ডস্থলী দেখা যায় না।

প্র। প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা চতুর্ভুজদিগের আকার ও বাসস্থানানুসারে কয় জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন?

প্র। প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা ইহাদিগের আকার ও বাসস্থানানুসারে তিন জাতিতে বিভাগ করিয়াছেন; যথা—

(১) পুরাতন পৃথিবীবাসী চতুর্ভুজ।

(২) নূতন পৃথিবীবাসী চতুর্ভুজ।

(৩) লিমার চতুর্ভুজ।

১ম পুরাতন পৃথিবীবাসী চতুর্ভুজ।

প্র। পুরাতন পৃথিবীবাসী চতুর্ভুজ কাহাদিগকে বলে ?

উ। যে সকল চতুর্ভুজ পুরাতন পৃথিবীখণ্ডে বাস করে তাহাদিগকে পুরাতন পৃথিবীবাসী চতুর্ভুজ কহা যায়।

প্র। এই জাতির আকার কিরূপ ও কয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত ?

উ। এই জাতির নাসিকারন্ধ্র মনুষ্যজাতির ন্যায় পরস্পর অদূরস্থিত, এবং প্রত্যেক মাড়িতে ১০টী করিয়া চর্ব্বণ-দন্ত আছে। ইহারা লাঙ্গুলের আকারানুসারে তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে; যথা—লাঙ্গুলহীন, দীর্ঘ-লাঙ্গুলী এবং সলাঙ্গুলী।

প্র। লাঙ্গুলহীনদিগের আকার বর্ণন কর ?

উ। যে সকল চতুর্ভুজ প্রাণীর লাঙ্গুল নাই, তাহাদিগকে লাঙ্গুলহীন বানর কহে। লাঙ্গুলহীনদিগের গণ্ডস্থলী, ও পশ্চাদ্ভাগে লোমহীন কঠিন ত্বক্ দৃষ্টি হয় না, কেবল সম্মুখের হস্ত দ্বয় পশ্চাতের অপেক্ষা দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহারা দুই পায়ে ভর দিয়া গমনাগমন করে এবং দীর্ঘ হস্ত দ্বয় দ্বারা লাঙ্গুলের কার্য্য করে।

প্র। এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোন্ কোন্ চতুর্ভুজ ?

উ। এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত শিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাঙ্গ, এবং গিবন্ প্রভৃতি কতিপয় অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ চতুর্ভুজ।

প্র। শিম্পাঞ্জীদিগের আকার ও স্বভাব বর্ণন কর ?

উ। শিম্পাঞ্জীদিগের আকার ও স্বভাবের সহিত মনুষ্য

জাতির আকৃতি ও স্বভাবের এরূপ সাদৃশ্য আছে যে, তদ্রূপ অন্য কোন জীবের সহিত দেখা যায় না, তজ্জন্য এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরা ইহাদিগকে "বনমানুষ" বলিয়া থাকে।

প্র। বন মানুষদিগের জন্ম ভূমি কোন্ কোন্ প্রদেশ?

উ। বনমানুষজাতির আবাসভূমি আফ্রিকা এবং ভারত-সমুদ্রীয় দ্বীপশ্রেণী। ইহারা এরূপ সামাজিক যে, মনুষ্যজাতির ন্যায় বনমধ্যে শুষ্ক শাখা, পত্রাদি একত্রিত করিয়া কুটীর নির্ম্মাণ করতঃ এক স্থানে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে প্রস্তর ও যষ্টিপ্রহার দ্বারা আত্মরক্ষা করিয়া থাকে।

প্র। বনমানুষেরা কি মনুষ্যের নিকট পোষ মানিয়া থাকে?

উ। হাঁ, ইহারা মনুষ্যের নিকট পোষ মানিয়া থাকে এবং শিক্ষা দিলে বিনীতস্বভাব হয়; এমন কি, মনুষ্যের ন্যায় কোন কোন সময়ে অসামান্য বুদ্ধি প্রকাশ করিতেও দেখা যায়।

প্র। বনমানুষজাতির ভক্ষ্য দ্রব্য কি?

উ। ইহারা যখন বনে বাস করে, তখন ফল, মূল প্রভৃতি আহার করে, গৃহপালিত হইলে মনুষ্যের ন্যায় মাংস শস্য, দুগ্ধ, চা, মদ্য প্রভৃতি সমুদায় দ্রব্যই খায়।

প্র। দীর্ঘলাঙ্গূলীদিগের আকার কিরূপ?

উ। দীর্ঘলাঙ্গূলী বানরদিগের মুখ নানা বর্ণবিশিষ্ট হয়। ইহাদিগের গণ্ডস্থলী ও পশ্চাতে কঠিন চর্ম্মখণ্ড আছে। লাঙ্গূল অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বৃহৎ, মুখ স্ফীত

নহে এবং এই জাতির সম্মুখের হস্ত দ্বয় লাঙ্গুলহীন জাতির ন্যায় দীর্ঘ হয় না; গমনকালে হস্তচতুষ্টয়ে ভর দিয়া ভূমির উপর বেড়ায়, কিন্তু বৃক্ষশাখায় লম্ফ প্রদান করিতে অত্যন্ত ভাল বাসে। কোন কোন জাতির মস্তক অত্যন্ত কুৎসিতাকার ও কোন কোন জাতির সম্মুখের হস্ত দ্বয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলী নাই।

প্র। দীর্ঘলাঙ্গুলীদিগের আবাস ভূমি কোন্ কোন্ মণ্ডল?

উ। দীর্ঘলাঙ্গুলী চতুর্ভুজগণকে পুরাতন পৃথিবী খণ্ডের সমমণ্ডলস্থ দেশ সমূহে অধিক দেখা যায়, কিন্তু বিশেষ বিশেষ জাতি, বিশেষ বিশেষ স্থানে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে।

প্র। দীর্ঘলাঙ্গুলীজাতির আহার দ্রব্য কোন্ কোন্ বস্তু?

উ। ইহারা উদ্ভিজ্জাহারী ও অত্যন্ত ঔদরিক, দলবদ্ধ হইয়া যে বনে বাস করে, তাহার নিকটস্থ শস্যক্ষেত্রে আসিয়া শস্য খায়, কেহ তাড়াইলে মুখভঙ্গী দ্বারা পরিহাস ও আক্রমণকারীর প্রতি আক্রমণ করে।

প্র। ইহারা গৃহপালিত হইয়া থাকে?

উ। হাঁ, ইহাদিগকে প্রতিপালন করিলে ক্রমশঃ বন্যস্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া বিনীতস্বভাব হয় এবং চতুরত্ত পূর্ব্বক নানা ক্রীড়া কৌতুক করিয়া থাকে, তজ্জন্য কৌতুকপ্রিয় লোকেরা ইহাদিগকে গৃহে পালন করে।

প্র। সলাঙ্গুলীদিগের আকার কিরূপ?

উ। যে সকল বানরগণের লাঙ্গুল অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাহাদিগকে সলাঙ্গুলী কহা যায়, সলাঙ্গুলীদিগের মুখ স্ফীত

শ্বাদন্ত অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও শক্ত, গণ্ডের ভিতর স্থলী আছে তাহাতে খাদ্য দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখে, রব করিলে ঐ শূন্য স্থান হইতে প্রতিধ্বনি হইয়া সাতিশয় উচ্চ ও কর্কশ শব্দ হয়। ইহাদিগের পশ্চাৎ ভাগে কঠিণ ত্বক্ আছে এবং ইহারা চতুর্হস্তের সাহায্যে অতি প্রচণ্ডবেগে গমন করিতে পারে।

প্র। সলাঙ্গূলীদিগের স্বভাব বর্ণন কর?

উ। সলাঙ্গূলী বানরদিগের স্বভাব অত্যন্ত উগ্র, গৃহে পালন করিলে সে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না এবং কেহ অনিষ্ট করিলে অনেক দিবস স্মরণ করিয়া রাখে।

প্র। সলাঙ্গূলী বানরদিগের আহারীয় দ্রব্য কি?

উ। ইহারা উভভোজী, মাংস ও শস্য উভয় পদার্থই আহার করে। আফ্রিকাবাসী কোন কোন জাতি তৃণশূন্য প্রস্তরময় স্থানে বাস করে ও বড় বড় প্রস্তরখণ্ড স্থানান্তর করিয়া বিছা প্রভৃতি ধরিয়া খায়।

প্র। ইহাদিগের জন্মভূমি কোন্ কোন্ প্রদেশ?

উ। সলাঙ্গূলী চতুর্ভুজেরা আসিয়া ও আফ্রিকাখণ্ডের উষ্ণপ্রদেশের পার্ব্বত্য জন্তু, কিন্তু ইয়ুরোপখণ্ডের মধ্যে কেবল জিবরাল্টর দেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

২য় নূতন পৃথিবীবাসী চতুর্ভুজ।

প্র। নূতন পৃথিবীবাসী চতুর্ভুজদিগের আকার কিরূপ?

উ। ইহাদিগের আকার অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ক্ষুদ্র,

লাঙ্গূল দীর্ঘ ও অতিশয় সবল, তদ্দ্বারা বৃক্ষাদি আকর্ষণ করিয়া শাখায় শাখায় লম্ফ প্রদান করে। ইহাদিগের দ্বাদশটী করিয়া চর্ব্বণদন্ত হয়, নাসিকারন্ধ্র, লাঙ্গূলহীন জাতির ন্যায় না হইয়া পরস্পর দূরবর্ত্তী; সম্মুখস্থ অঙ্গুলী, বানরদিগের অঙ্গুলীর ন্যায় নহে; উহাতে তীক্ষ্ণ নখর আছে, কোন কোন জাতির বৃদ্ধাঙ্গুলী দৃষ্টি হয় না। এই জাতির গণ্ডস্থলী এবং পশ্চাদ্ভাগে কঠিন ত্বক খণ্ড নাই।

প্র। এই জাতির অন্তর্গত কোন্ কোন্ বানর?

উ। এই জাতির অন্তর্গত মর্ম্মজেট, উল্লুক, রোদক প্রভৃতি বানরগণ।

প্র। ইহাদিগের স্বভাব কি রূপ?

উ। এই জাতির স্বভাব অতি নম্র, অনায়াসে মনুষ্যের নিকট বশীভূত হয় ও স্বীয় প্রভুর প্রতি অত্যন্ত স্নেহ প্রকাশ করে; কিন্তু ইহারা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অল্প বুদ্ধিমান্।

প্র। এই জাতির আহারদ্রব্য কোন্ কোন্ বস্তু?

উ। ইহাদিগের দন্তশ্রেণী শস্য ভোজনোপযোগী; ফল, মূল, শস্য, পল্লব প্রভৃতি ভক্ষণ করে, কিন্তু উক্ত দ্রব্যাভাবে কীট, পক্ষিডিম্ব ও শাবক খাইতে দেখা যায়।

প্র। এই জাতির বাসস্থান কোন্ কোন্ প্রদেশ?

উ। ইহাদিগকে আমিরিকার দক্ষিণ প্রদেশে অধিক সংখ্যায় দেখা যায়, তথাকার জনশূন্য বনে দলবদ্ধ হইয়া বৃক্ষশাখায় বাস করে। রোদক প্রভৃতি কোন কোন

জাতিকে অরুনোকো এবং আমেজন নদীর মধ্যস্থ অ-রণ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

৩য় লিমার চতুর্ভুজ।

প্র। চতুর্ভুজ শ্রেণীর তৃতীয় জাতির নাম কি?

উ। চতুর্ভুজদিগের তৃতীয় জাতির নাম লিমার।

প্র। লিমারদিগের আকার কি রূপ?

উ। নূতনপৃথিবীবাসী বানরজাতির আকারের সহিত লিমারজাতির অনেক সাদৃশ্য আছে, ইহাদিগের মুখ কীটভুক্ প্রাণীর ন্যায় লম্বাকৃতি, দন্তশ্রেণী মাংস ভোজ-নোপযোগী এবং প্রত্যেক মাড়ীতে ১৮টী করিয়া দন্ত হয়। হস্ত চতুষ্টয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী মনুষ্যের ন্যায় সুব্যবস্থিত, কিন্তু পশ্বাদির থাবার ন্যায় তীক্ষ্ণনখরযুক্ত; লাঙ্গূল অত্যন্ত দীর্ঘ ও দেখিতে সুন্দরাকৃতি, গমনকালে লা-ঙ্গূল উন্নত করিয়া থাকে।

প্র। লিমারজাতি কোন্ কোন্ দেশে জন্মিয়া থাকে?

উ। লিমারজাতির জন্মস্থান মেডাগাস্কর দ্বীপ; তথায় ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বৃক্ষশাখায় বাস করে, কিন্তু আফ্রিকার অরণ্যে ও নিকটস্থ দুই একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে কোন কোন জাতিকে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্র। ইহারা কি দিবসে আহারান্বেষণ করে?

উ। না, ইহারা রাত্রিচর, দিবসে বৃক্ষশাখায় অথবা অন্য কোন গুপ্তস্থানে নিদ্রা যায়, রাত্রিকালে বহির্গত হইয়া

আহার আহরণ করে, কোন কোন জাতির দর্শনেন্দ্রিয় রাত্রিকালে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়, তজ্জন্য ঐ জাতি রাত্রি-যোগে আহারান্বেষণ করিয়া থাকে।

প্র। লিমারদিগের ভক্ষ্য দ্রব্য কোন্ কোন্ বস্তু?

উ। ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন জাতি শস্যভুক্; কেবল ফল, মূল, শস্যাহার করে, আর কোন কোন জাতি মাংসাহারী কীট, পতঙ্গ, ক্ষুদ্র পক্ষীশাবক প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া থাকে।

প্র। লিমারজাতির স্বভাব কিরূপ?

উ। লিমারজাতি অন্যান্য বানরজাতির ন্যায় চঞ্চল নহে, বরং অপেক্ষাকৃত শান্তস্বভাব।

তৃতীয় শ্রেণী।

অঙ্গুলীপক্ষ।

প্র। স্তন্যজীবীবর্গের কোন্ শ্রেণীর নাম অঙ্গুলীপক্ষ?

উ। তৃতীয় শ্রেণীর নাম অঙ্গুলীপক্ষ।

প্র। অঙ্গুলীপক্ষ কাহাদিগকে বলে?

উ। যে সকল স্তন্যজীবী প্রাণীর পদচতুষ্টয়ের অঙ্গুলী হইতে পাতলা কোমল চর্ম্ম নির্গত হয় ও তদ্দ্বারা পক্ষির ন্যায় শূন্যমার্গে উড়িতে পারে, তাহাদিগকে অঙ্গুলীপক্ষ কহে। অঙ্গুলীপক্ষেরা ঐ পক্ষ ইচ্ছানুসারে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিতে পারে।

ইহাদিগের সকল ইন্দ্রিয়াপেক্ষা ত্বগীন্দ্রিয় অতি প্রবল এবং চর্ম্মাবৃত্ত পাখার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র ও সূক্ষ্ম গ্রন্থী সকল আছে, তাহাতেই স্পর্শেন্দ্রিয়ের কার্য্য করে; পাখার সাহায্যে অন্ধকারে আহার আহরণ ও অপরিসর স্থান দিয়া গমনাগমন করিতে কিছু মাত্র ক্লেশ বোধ হয় না, এমন কি একবার পাখা নাড়িয়া বায়ুর ঘনতা পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিতে পারে।

অঙ্গুলীপক্ষগণ কয় জাতিতে বিভক্ত?

প্রাণীবেত্তাগণ অঙ্গুলীপক্ষ প্রাণীগণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বৈলক্ষণ্য, বিশেষতঃ আহারদ্রব্যের বিভিন্নতানুসারে দুই জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—

(১) কীটভুক্। (২) সর্ব্বভুক্।

এবং এই দুই জাতি হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ২১৯ প্রকার ক্ষুদ্র জাতি দেখিতে পাওয়া যায়।

১ম কীটভুক্—অঙ্গুলীপক্ষ।

কীটভুক অঙ্গুলীপক্ষ কাহাদিগকে বলে?

যে সকল বাদুড়জাতি কীটাদি আহরণ করিয়া ভক্ষণ করে, তাহাদিগকে কীটভুক্ অঙ্গুলীপক্ষ কহে।

এই জাতির অন্তর্গত কোন্ কোন্ জীব?

এই জাতির অন্তর্গত নানাবিধ আকার বিশিষ্ট নানা প্রকার কীটভুক্ বাদুড়, তন্মধ্যে লম্বকর্ণ ও ভেমপাইর প্রভৃতি কতিপয় জাতি অধিক প্রসিদ্ধ।

প্র। স্তন্যজীবী প্রাণীমধ্যে কাহাদিগকে অঙ্গুলীপক্ষ কহা যায়?

উ। বাদুড়, চামচিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্রজাতীয় প্রাণীগণ এই শ্রেণী সম্ভুক্ত; তন্মধ্যে বাদুড় জাতিই সর্ব্বপ্রধান।

প্র। অঙ্গুলীপক্ষ প্রাণী কোন্ দেশে অধিক সংখ্যায় জন্মিয়া থাকে?

উ। অঙ্গুলীপক্ষ প্রাণীগণ সমমণ্ডলবাসী, প্রায় সমমণ্ডলস্থ দেশ সকলে অধিক সংখ্যায় জন্মিয়া থাকে, কিন্তু গ্রীষ্ম ও শীত মণ্ডলেও কোন কোন জাতিকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা শীতকালে নিশ্চেষ্ট হইয়া নিভৃত স্থানে বাস করে।

প্র। এই শ্রেণীস্থ প্রাণীগণের আহারদ্রব্য কোন্ [illegible] বস্তু?

উ। ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন জাতি কীট, প[illegible]দি ভক্ষণ করে, আর কোন কোন জাতি কীট, পতঙ্গ, [illegible]ক ও বাদাম প্রভৃতি উভয় পদার্থই ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে।

প্র। অঙ্গুলীপক্ষ প্রাণীগণ কি দিবসে আহার আহরণ জন্য বহির্গত হয়?

উ। না, ইহারা রাত্রিচর, দিবসে ভগ্ন প্রাচির ও বৃক্ষাদি[illegible] থাকে, রাত্রিকালে উদ্যানাদিতে আহার আহরণ হেতু গমন করে, কিন্তু কোন কোন জাতি মেঘাচ্ছন্ন হইলে দিবসে বহির্গত হয়।

প্র। অঙ্গুলীপক্ষগণের কোন্ ইন্দ্রিয় অতি প্রবল?

প্র। ইহাদিগের জন্মভূমি কোন্ কোন্ প্রদেশ ?

উ। লম্বকর্ণ জাতি সমমণ্ডলবাসী, ইহারা বৃক্ষকোটরে ও ভগ্ন ছাদাদির নিম্নস্থানে বাস করে। ভেমপাইয়ার জাতি দক্ষিণামিরিক্কার জন্তু; কিন্তু গিনি, মেডেগাস্কর এবং ভারতসমুদ্রীয় দ্বীপ সকলে এক জাতি দেখিতে পাওয়া যায়।

প্র। ভেমপিয়ারজাতির স্বভাব কিরূপ ?

উ। ভেমপিয়ারজাতি নানা প্রকার; তন্মধ্যে কোন কোন জাতির স্বভাব অত্যন্ত সাহসী, নিষ্ঠুর ও এরূপ শোণিতলোভী যে, নিদ্রিত ব্যক্তির রক্ত পান করে এবং কখন কখন ঘোটকাদির পৃষ্ঠে বসিয়া রক্ত খাইতে দেখা যায়।

২য় সর্ব্বভুক্—অঙ্গুলীপক্ষ।

প্র। সর্ব্বভুক্ অঙ্গুলীপক্ষ কাহাদিগকে বলে ?

উ। যে সকল বাদুড়জাতি নানা প্রকার ফল, কীট, পতঙ্গ, ক্ষুদ্র পক্ষিশাবক প্রভৃতি উভয়বিধ দ্রব্যই আহার করে, তাহাদিগকে সর্ব্বভুক্অঙ্গুলীপক্ষজাতি কহা যায়। এই জাতির নাড়ী শরীর অপেক্ষা ৭ গুণ বড়, চর্ব্বণদন্ত প্রশস্ত ও পাকস্থলী সঙ্কর।

প্র। এই জাতির বাসস্থান ও আকার বর্ণন কর ?

উ। সর্ব্বভুক্জাতি উষ্ণপ্রদেশে জন্মিয়া থাকে, ইহাদিগের আকার সকল বাদুড়জাতি অপেক্ষা বৃহৎ, কোন

কোন জাতির পক্ষ ৫ ফিট অবধি দেখা যায় এবং কোন কোন জাতির লাঙ্গুল দৃষ্টি হয় না।

প্র। সর্ব্বভুক্জাতি কোন্ কোন্ সময়ে বহির্গত হয়?

উ। ইহারা রাত্রিচর, দিবসে বৃক্ষশাখায় ঝুলিয়া থাকে, তখন শরীর এরূপ সঙ্কুচিত করে যে, হঠাৎ দেখিলে বৃক্ষের ফল বলিয়া ভ্রম জন্মে। রাত্রিকালে বহির্গত হইয়া আহারান্বেষণ করে এবং উদ্যানাদিতে প্রবেশিয়া অনেক ক্ষতি করিয়া থাকে।

প্র। মনুষ্যেরা কি সর্ব্বভুক্ জাতির মাংস ভক্ষণ করে?

উ। হাঁ, কোন কোন দেশবাসী মনুষ্যেরা ঐ জাতির মাংস পরম সুখাদ্য বলিয়া আহার করে। শুনা যায়, মরিসস্ দেশজাত এক প্রকার সর্ব্বভুক্ বাদুড়জাতির মাংস অত্যন্ত স্বাদু; এমন কি স্বাদুতায় শশকাদির মাংসের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

চতুর্থ শ্রেণী।

কীটভুক্।

প্র। স্তন্যজীবীবর্গের কোন শ্রেণীর নাম কীটভুক্?

উ। পঞ্চম শ্রেণীর নাম কীটভুক্।

প্র। কীটভুক্ প্রাণী কাহাদিগকে বলে?

উ। যে সকল প্রাণী কীট ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করে, তাহাদিগকে কীটভোজী অথবা কীটভুক্ কহা যায়।

প্র। কীটভুক্দিগের দন্তশ্রেণী কিরূপ?

উ। কীটভুক্‌দিগের দন্ত ত্রিকোণ ও ছুঁচাল ; তদ্দ্বারা অনায়াসে ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

প্র। ইহাদিগের আহারদ্রব্য কোন্‌ কোন্‌ বস্তু ?

উ। কীটভুক্‌ প্রাণীগণ ভূমি খনন করিয়া কীটাদি ভক্ষণ করে ; কোন কোন জাতি বৃক্ষের ফল মূল প্রভৃতি আহার করিয়া থাকে।

প্র। কীটভুকেরা স্বভাবতঃ কোন্‌ মণ্ডলবাসী ?

উ। কীটভুকেরা কি গ্রীষ্ম, কি শীত প্রায় সকল মণ্ডলই জন্মিয়া থাকে। ইহারা ভূমির নীচে গর্ত্ত খনন করিয়া অথবা অন্য কোন অপরিষ্কার স্থানে বাস করে।

প্র। ইহাদিগের দ্বারা মনুষ্যের কি কি উপকার হয় ?

উ। এই শ্রেণীস্থ জীবগণ দ্বারা আমরা কোন বিশেষ উপকার পাই না বটে, তথাপি ইহারা অনিষ্টকারী কীট সকলকে নষ্ট করিয়া শস্যাদির বিশেষ ক্ষতি নিবারণ করে।

প্র। কীটভুক পশুদিগের স্বভাব কি রূপ ?

উ। ইহারা রাত্রিচর, দিবসে বৃক্ষকোটরে অথবা অন্য কোন নির্জ্জন স্থানে থাকে, রাত্রিযোগে আহারান্বেষণ হেতু বহির্গত হয়। শীতকালে নিশ্চেষ্ট হইয়া নিভৃতপ্রদেশে কালযাপন করে।

প্র। কীটভুক্‌ জীবগণ কয় জাতিতে বিভক্ত ?

উ। কীটভুক্‌ প্রাণীগণ তিন জাতিতে বিভক্ত, যথা

(১) ভল্লুক (৩) ছুচা

(২) হেজ্‌হগ্‌

১ম শ্রু।

প্র। শ্রুজাতির আকার কি রূপ?

উ। শ্রুজাতির আকার প্রায় ইন্দুরের ন্যায়; কেবল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও নাসিকার অগ্রভাগ সরু এবং লম্বা। গাত্রে ইন্দুরজাতির ন্যায় কোমল লোম আছে, লাঙ্গুল লম্বা, চারিটী পা এরূপ সুব্যবস্থীত যে, অতি দ্রুতবেগে গমন করিতে পারে।

প্র। শ্রুজাতি কি ভূমির উপর বাস করে?

উ। না, এই জাতি ছুঁচাজাতির ন্যায় ভূমির নীচে গর্ত্ত করিয়া বাস করে, কিন্তু ছুঁচার ন্যায় গর্ত্তের পরিসর অথবা গভীরতা না করিয়া প্রবেশ দ্বারেই থাকে, কোন কোন শ্রুজাতি জলে থাকে, তাহাদিগকে জলচর শ্রু কহা যাইতে পারে।

প্র। এই জাতির আহারীয় কোন্ কোন্ দ্রব্য?

উ। শ্রুজাতি, কীটভুক্; নাসিকার অগ্রভাগ দিয়া মৃত্তিকা খনন ও গুল্মাদির ভিতর হইতে কীট পতঙ্গ বাহির করিয়া খায়। জলচর শ্রুজাতি নদীর তীরভূমিতে গর্ত্ত খনন করিয়া বাস করে এবং সর্ব্বদা সন্তরণ দ্বারা জলজ কীটাদি আহরণ করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে।

২য় হেজহগ্।

প্র। হেজহগ্জাতির আকার বর্ণন কর?

উ। হেজহগ্জাতির আকার শজকীর ন্যায়, শরীর পরি-

মাণ ও ইঞ্চি, মস্তক এবং পৃষ্ঠে কাঁটা আছে, তদ্দ্বারা বলবান্ পশুদিগের আক্রমণ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। বক্ষঃস্থলে কোমল লোম আছে, গাত্রচর্ম্মের নিম্নে মাংস পেশী সকলের এরূপ সংযোগ আছে যে, অনায়াসে শরীর শঙ্কুচিত ও গোলাকৃত করিতে পারে।

প্র। এই জাতির ভক্ষ্য দ্রব্য কি ?

উ। ইহারা রাত্রিচর; কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু বৃক্ষের ফল, মূলও খাইতে দেখা যায়।

প্র। ইহাদিগের জন্মস্থান কোন্ কোন্ প্রদেশ ?

উ। ইহারা ইউরোপ ও আসিয়াখণ্ডে জন্মিয়া থাকে, কিন্তু আসিয়াপেক্ষা ইউরোপজাত হেজহগ্ স্থূল ও বৃহৎ।

প্র। এই জাতি সচরাচর কোন্ স্থানে বাস করিতে ভাল বাসে ?

উ। এই জাতি বৃক্ষের কোটরে বা লতা, গুল্মাদির ভিতরে থাকিয়া দিবস যাপন করে ও রজনীযোগে বহির্গত হইয়া আহারান্বেষণ করিয়া থাকে, কিন্তু লোকালয়ের নিকট আইসে না, শীতকালে নিভৃত স্থানে কেবল নিদ্রা যায়।

৩য় ছুঁচা।

প্র। ছুঁচা জাতির আকার কি রূপ ?

উ। এই জাতির শরীরের মধ্যভাগ স্থূল এবং মুখ ও লাঙ্গুল ক্রমশঃ সরু হইয়া আসিয়াছে, চক্ষু অতি ক্ষুদ্র ও লোমাচ্ছাদিত, হঠাৎ দেখিলে চক্ষুহীন বলিয়া ভ্রম জন্মে,

কর্ণ ক্ষুদ্র, পা মনুষ্যহস্তের পাতার ন্যায় পাঁচটী অ-
ঙ্গুলীবিশিষ্ট ও তীক্ষ্ণ নখরযুক্ত, গাত্রে ধূসর বর্ণের
লোম আছে, কৃষ্ণবর্ণের ছুঁচাও কখন কখন দেখিতে
পাওয়া যায়।

প্র। এই জাতির ভক্ষ্যদ্রব্য কোন্ কোন্ বস্তু?

উ। ছুঁচাজাতিরা কীটাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে;
কিন্তু কখন কখন উদরজ্বালায় পতঙ্গ ও বৃক্ষমূল খায়।

প্র। ইহাদিগের জন্মস্থান কোন্ কোন্ দেশ?

উ। এই জাতিকে পৃথিবীর সকল দেশেই দেখা যায়।
কেবল আয়র্লণ্ডদ্বীপে কোন প্রকার ছুঁচা জন্মে না।

প্র। ইহারা কি ভূমির নীচে বাস করে?

উ। হাঁ, ছুঁচা জাতি পদদ্বারা নরম মৃত্তিকা খনন করিয়া গর্ত্ত
করে, চতুর্দ্দিকে ১০।১৫টী গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া মধ্যস্থানে
থাকে, কেহ আক্রমণ করিলে চতুরতার সহিত একটা না
একটা দিয়া পালাইয়া যায়; ইহারা গর্ত্তের সম্মুখে এক-
টা ঢীপি প্রস্তুত করিয়া রাখে, যদি বৃষ্টি হয়, তাহা
হইলে গর্ত্তমধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে না।

প্র। এই জাতি একেবারে কয়টী শাবক প্রসব করে?

উ। ছুঁচাজাতি প্রসবকালে গর্ত্তমধ্যে শুষ্ক তৃণ, লতা ও
পাতা একত্র করিয়া শাবক প্রসব করে। ইহাদিগের
একেবারে ৪।৫ টী সন্তান হয়।

প্র। ছুঁচা জাতির কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় অতিশয় প্রবল?

উ। এই জাতির ঘ্রাণ ও শ্রবণশক্তি অতিশয় প্রবল; ইহারা

এই দুই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আহার আহরণ ও শত্রু-
দিগের আক্রমণ নিবারণ করিয়া থাকে।

প্র। ছুঁচাজাতি দ্বারা মনুষ্যের কি কি উপকার হয়?

উ। ছুঁচাজাতি কীটভুক, ক্ষেত্রের শস্যনাশক নানা প্রকার
কীট, পতঙ্গাদি ভক্ষণ করিয়া মনুষ্যের অনেক উপকার
করে তদ্বিপরীতে কেহ কেহ বলেন, ইহারা অতিশয়
ক্ষতিকারক; শস্যের মূলাদি ভক্ষণ ও ভূমির নীচে গর্ত্ত
খনন করিয়া ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা নষ্ট করিয়া থাকে।

পঞ্চম শ্রেণী।

মাংসভুক্।

প্র। কোন্ শ্রেণীস্থ স্তন্যপায়ীর নাম মাংসভুক্?

উ। পঞ্চম শ্রেণীস্থ স্তন্যপায়ীর নাম মাংসভুক্ অথবা
শ্বাপদ।

প্র। মাংসভুক শ্রেণী কাহাদিগকে বলে?

উ। যে সকল প্রাণীগণ আপনাপেক্ষা বলহীন ক্ষুদ্র জীব
প্রাণী বিনাশ করিয়া আহার করে তাহাদিগকে মাংস-
ভুক্ বলে। ইহাদিগের শরীরস্থ মাংসপেশী সকল
অত্যন্ত সবল ও নমনীয়, পদচতুষ্টয়ের নখর অত্যন্ত শক্ত
এবং দন্তশ্রেণীর গঠন এরূপ যে অনায়াসে অস্থি হইতে
মাংস পৃথক করিয়া লইতে পারে।

প্র। মাংসভুক্‌দিগের পাকস্থলী কিরূপ?

উ। মাংসভুকেরা মাংসাহারী, এজন্য জগদীশ্বর, তাহাদি
গকে একটী পাকস্থলী দিয়াছেন, এবং উদ্ভিজ্জভোজীর

ন্যায় নাড়ী দীর্ঘক, করিয়া সৃজন করিয়াছেন, তদ্বারা অল্প সময়-মধ্যে অনায়াসে মাংসাদির পরিপাক হইয়া থাকে।

প্র। এই জাতির স্বভাব ও পরাক্রম কি রূপ?

উ। মাংসভুক্ প্রাণীগণ অত্যন্ত নিষ্ঠুর, কিন্তু কোন কোন জাতিকে অতিশয় বুদ্ধিমান, চতুর এবং মনুষ্যের বশীভূত হইতে দেখা যায়। ইহারা অতিশয় পরাক্রমী ও শীকারপটু, কৌশল পূর্ব্বক অনায়াসে বৃহৎ বৃহৎ পশু বধ করিয়া থাকে।

প্র। মাংসভুকেরা স্বভাবতঃ কোন্ মণ্ডল বাসী?

উ। মাংসভুক্ প্রাণীগণ স্বভাবতঃ উষ্ণমণ্ডল বাসী, কোন কোন জাতি শীত ও সমমণ্ডলেও জন্মিয়া থাকে।

প্র। মাংসভুকেরা কয় জাতিতে বিভক্ত?

উ। মাংসভুক্ প্রাণীগণের গঠন, আহার ও দন্তশ্রেণীর বিভিন্নতানুসারে পাঁচ জাতিতে বিভক্ত, যথা—

(১) বিড়াল (৪) ভল্লুক

(২) কুক্কুর (৫) শীল

(৩) নকুল

এই পাঁচ জাতি হইতে ২৩৯ ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে।

১ম, বিড়াল।

প্র। বিড়াল জাতীয় প্রাণী কাহাদিগকে বলে?

উ। যে সকল মাংসভুক্ প্রাণীর আকার বিড়ালের ন্যায় ও দন্ত ও নখর তীক্ষ্ণ তাহাদিগকে বিড়ালজাতীয় পশু কহে। ইহারা

গের গাত্র চিক্কণলোমাচ্ছাদিত, শরীরের মাংসপেশী সকল দৃঢ় ও সবল, পদের নখ বক্র ও তীক্ষ্ণ, চক্ষু কটা বদনের দুই পার্শ্বে দুই গোছা গোঁফের ন্যায় লোম আছে, দন্ত তীক্ষ্ণ ও ধারাল তদ্দ্বারা অনায়াসে ভক্ষ্য জন্তু শীকার করিতে পারে। ইহারা ভূমিতে কেবল অঙ্গুলীস্পৃষ্ট করিয়া বেড়ায় তজ্জন্য ইহাদিগকে অঙ্গুলীচর কহা যায়।

প্র। বিড়ালজাতির অন্তর্গত কোন্ কোন্ জন্তু?

উ। বিড়াল জাতির অন্তর্গত সিংহ, ব্যাঘ্র, চিতাব্যাঘ্র, পেন্থার, আউনস, পিউমা, জেগুয়ার, লিক্স্, ওশিলট, কেরেকেল, এবং বিড়াল প্রভৃতি মাংসভুক্ শ্বাপদগণ, এই জাতীয় প্রাণী সকলের গঠন ও আকারের পরস্পর অতিশয় সাদৃশ্য আছে, কেবল শরীর দৈর্ঘ্যতা, গাত্র-বর্ণ, ও স্বভাবে একজাতি হইতে অন্য জাতিকে বিভিন্ন বলা যায়।

প্র। এই জাতীয় প্রাণীগণের জন্মস্থান কোন্ কোন্ মণ্ডল?

উ। বিড়ালজাতীয় পশুগণ গ্রীষ্মমণ্ডল বাসী, কোন কোন জাতি সমমণ্ডলেও জন্মিয়া থাকে, আসিয়া এবং আফ্রিকার গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সকলে এই জাতীয় পশু অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায়, আমিরিকার মধ্যে পিউমা, জাগুয়ার প্রভৃতি কতিপয় জাতি বাস করে।

প্র। বিড়ালজাতীয় পশুদিগের আহারদ্রব্য কোন্ কোন্ বস্তু?

উ। ইহারা মাংসভুক্, আপনাপেক্ষা হীনবল পশুদিগকে

জন্তু ক্ষমিয়া প্রথমতঃ তাহার রক্ত পান করে, পরে মাংসাহার করিয়া থাকে, অন্য পশুকর্ত্তৃক বিনষ্ট জন্তুদিগের মাংস খায় না, কেবল প্রয়োগ মত অথবা অত্যন্ত ক্ষুধাতুর হইলেই খায়। এই জাতির মধ্যে কোন কোন জাতি এরূপ শোণিতপ্রিয় যে, উদর পূর্ণ থাকিলেও, মনুষ্য পশু, যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই বধ করিয়া রক্ত পান করে।

প্র। বিড়ালজাতি কিরূপে শীকার করে?

উ। বিড়ালজাতি কোন ভক্ষ্যজন্তুকে দেখিলে নিভৃত স্থানে বসিয়া তাহার অসাবধানতা অপেক্ষা করে, পরে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক একেবারে তীক্ষ্ণ দন্ত ও নখর দ্বারা দৃঢ়রূপে ধরিয়া রক্ত পান করিয়া থাকে, পরে মাংসাদি খায়।

প্র। এই জাতীয় পশুগণের পরাক্রম কিরূপ?

উ। ইহাদিগের অবয়ব তাদৃশ বৃহৎ ও স্থূল নহে, কিন্তু অতিশয় বলশালী, কোন কোন জাতি সুযোগ পাইলে মনুষ্যকেও আক্রমণ ও বধ করিয়া থাকে। যখন ক্ষুধাতুর হইয়া আহারান্বেষণ করে, তখন ইহাদিগের স্বভাব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। ইহারা এরূপ বলবান্ যে দন্তাঘাত দ্বারা আপনাপেক্ষা অতি বৃহৎ ও বলবান্ পশুকে বধ করে।

প্র। এই জাতীয় পশুগণের স্বভাব কিরূপ?

উ। ইহারা স্বভাবতঃ অতি হিংস্রক ও চঞ্চল; এ নিমিত্ত প্রায় অরণ্যে বাস করে। কোন কোন জাতিকে পুষিলে

বশীভূত হয় বটে, কিন্তু সুযোগক্রমে স্বীয় প্রভুর প্রতিও আক্রমণ করে। কেবল বিড়াল প্রভৃতি ক্ষুদ্র জন্তুকে মনুষ্যের বিশেষ বশীভূত হইতে দেখা যায়।

প্র। বিড়ালজাতীয় পশুগণ দ্বারা মনুষ্যেরা কি উপকার প্রাপ্ত হয়?

উ। গ্রীষ্ম দেশবাসী অসভ্যেরা ইহাদিগের মাংস খায় ও চর্ম্মে নানা প্রকার শিল্পকার্য্য করে; ব্যাঘ্র প্রভৃতির সুদৃশ্য চর্ম্মে চীনদেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা আসন ও শয্যা প্রস্তুত এবং ভারতবর্ষীয় উদাসীনেরা পবিত্র জ্ঞানে পরিধান করে। নখর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন কোন অংশ অনেক কার্য্যে লাগে এবং ইহারা মনুষ্যের অনিষ্টকারী অনেক হিংস্রক জন্তুকে বধ করিয়া থাকে।

প্র। এই জাতীয় পশু একেবারে কয়টি সন্তান প্রসব করে?

উ। বিড়ালজাতীয় পশুদিগের মধ্যে প্রায় সকল জাতিই একেবারে ৪। ৫টী শাবক প্রসব করে। প্রসবকালীন শাবকে দেখিতে অত্যন্ত সুশ্রী ও শান্তস্বভাব, যত বয়স বৃদ্ধি হয়, তত ক্রূরস্বভাব ও হিংসাপ্রবৃত্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

প্র। বিড়ালজাতীয় পশুগণ কত কাল বাঁচে।

উ। ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন বৃহৎ জাতি ২৪। ২৫ বৎসর বাঁচে, যাহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র তাহাদিগকেও ১০। ১১ বৎসর জীবিত থাকিতে দেখা যায়।

২য় কুক্কুর।

প্র। কাহাদিগকে কুক্কুরজাতি কহা যায়?

উ। যে সকল মাংসভুক্ প্রাণীর অবয়বের সহিত কুক্কুর জাতির অনেক সাদৃশ্য আছে, তাহাদিগকে কুক্কুরজাতি কহে।

প্র। কুক্কুর জাতির অন্তর্গত কোন কোন্ পশু?

উ। এই জাতির অন্তর্গত নানা প্রকার কুক্কুর, তরক্ষু, -শৃগাল, উল্কামুখী ও হায়েনা প্রভৃতি জন্তুগণ।

প্র। কুক্কুর জাতির জন্মভূমি কোন্ কোন্ দেশ?

উ। কুক্কুরজাতীয় প্রাণীগণ প্রায় সকল দেশেই জন্মিয়া থাকে, তরক্ষু, শৃগাল ও উল্কামুখী ভূমণ্ডলের সকল প্রদেশেই জন্মায়। হায়েনা জাতি আফ্রিকা ও আসি-য়ার আরণ্যজন্তু, কিন্তু ইউরোপখণ্ডের কোন কোন স্থানে কখন কখন হায়েনা জাতিকে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্র। কুক্কুরজাতীয় পশুগণের আহারদ্রব্য কোন্ কোন্ [illegible]

উ। কুক্কুরজাতীয় প্রাণীগণ মাংসাশী, এই জাতির পাকস্থলীতে অস্থি পর্য্যন্ত জীর্ণ হয়, তরক্ষু, শৃগাল, উল্কামুখী, হায়েনা প্রভৃতি জন্তুগণ গৃহপালিত পশুপাল বধ করিয়া ভক্ষণ করে, আহার দ্রব্যের অভাব হইলে রুচি পূর্ব্বক কীটপূর্ণ পচা শব আহার করে, কেবল কুক্কুর-দিগকে পচিত মাংস খাইতে দেখা যায় না।

প্র। কুক্কুরজাতীয় প্রাণীগণের স্বভাব ও পরাক্রম বর্ণন কর ?

উ। এই জাতীয় পশুগণের মধ্যে কুক্কুর জাতি সর্ব্বাপেক্ষা নম্র ও বুদ্ধিমান্ তরক্ষু,শৃগাল,উল্কামুখী, হায়েনা প্রভৃতি জন্তু অতিশয় নিষ্ঠুর ও ধূর্ত্তস্বভাব। ইহারা যেরূপ বলবান, তদ্রূপ সাহসী ও বিড়ালজাতির ন্যায় শীকার পটু নহে, কেবল ধূর্ত্ততা প্রকাশ করিয়া শীকার করে, কিন্তু কোন কোন জাতীয় কুক্কুরকে সাহসী ও শীকার-পটু দেখা যায়।

প্র। কুক্কুর জাতি মনুষ্যের নিকট পোষ মানিয়া থাকে ?

উ। ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত জীবগণাপেক্ষা কুক্কুর অতিশয় প্রভু-ভক্ত। পুষিলে শীঘ্র বশীভূত হইয়া নানা প্রকারে প্রভুর উপকার করে। তরক্ষু, শৃগাল উল্কামুখী ও হায়েনা জাতি মনুষ্যের বশীভূত হয় না, নিভৃত অর-ণ্যে থাকিতেই ভাল বাসে। কেবল শৃগাল জাতিকে কথঞ্চিৎ বশীভূত হইতে দেখা যায়।

প্র। কুক্কুরজাতীয় পশুগণের কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রবল ?

উ। ইহাদিগের ঘ্রাণ ও শ্রবণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ, শীকার সময়ে ঘ্রাণ ও শ্রবণশক্তির সাহায্যে ভক্ষ্য জন্তুর প-শ্চাতে ধাবমান হইয়া শীকার করে।

প্র। কুক্কুর জাতি একবারে কয়টী শাবক প্রসব করে ?

উ। এই জাতীয়প্রাণীগণ এককালে ৪। ৫ টী শাবক প্রসব করে।

প্র। কুক্কুরজাতীয় পশুগণদ্বারা মনুষ্যের কি কি উপকার হয়?

উ। কোন কোন দেশবাসী অসভ্যেরা এই জাতীয় প্রাণী-গণের মাংস রুচি পূর্ব্বক ভক্ষণ করে। চর্ম্ম দেখিতে অতি সুন্দর, এজন্য উহাতে নানা শীল্প কার্য্য হয়, উত্তর মেরুস্থিত লোকেরা তদ্দেশজাত শ্বেত উল্কামুখীর মাংস ভক্ষণ, চর্ম্মে নানা শীল্পকর্ম্ম ও শীরাতে সূত্র নির্ম্মাণ করে, বিশেষতঃ মনুষ্যেরা কি সম্পদ্ কি বিপদ্ সকল অবস্থাতেই কুক্কুর হইতে নানা প্রকার উপকার প্রাপ্ত হয়।

৩য় নকুল।

প্র। নকুলজাতীয় পশুদিগের আকার কি রূপ?

উ। নকুলজাতীয় প্রাণীগণের আকার দীর্ঘ, লঘু ও কৃশ, মুখ সরু, চক্ষু উজ্জ্বল, কর্ণ ক্ষুদ্র, পা খর্ব্ব, দন্ত ও নখ অতিশয় তীক্ষ্ণ, গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিক্কণ লোম হয়। এই জাতীয় পশুগণের লাঙ্গুলের নিম্নভাগ হইতে সর্ব্বদা একপ্রকার দুর্গন্ধ বাহির হইয়া থাকে।

প্র। নকুল জাতির অন্তর্গত কোন্ কোন্ প্রাণী?

উ। এই জাতির অন্তর্গত ভোঁদড়, উদ্বিড়াল, সম্বর, কেরেট, ও নকুল প্রভৃতি জন্তুগণ।

প্র। নকুল জাতীয় প্রাণীগণের জন্মভূমি কোন্ কোন্ প্রদেশ?

উ। নকুলজাতীয় প্রাণীগণকে ইয়ুরোপ, আসিয়া, আফ্রিকা ও আমিরিকার অনেকানেক দেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্র। নকুলজাতীয় পশুর আহার দ্রব্য কি ?

উ। এই জাতীয় প্রাণীগণ অতিশয় শোণিতপ্রিয়, কিন্তু বিড়াল জাতির ন্যায় মাংসাশী নহে ; কেবল ইন্দুর, ছুঁচা, শশক, হংস, পেরু, কুক্কুটশাবক প্রভৃতি দুর্ব্বল পশু ও পক্ষী অধিক সংখ্যায় বধ করিয়া শোণিত পান ও মস্তিষ্ক আহার করে ; ভেক ও সর্প প্রভৃতি সরীসৃপও নকুল জাতির আহারদ্রব্য। ফেরেটজাতি কখন কখন সুযোগক্রমে মনুষ্যকেও আক্রমণ করে।

প্র। নকুলজাতির স্বভাব কি রূপ ?

উ। নকুলজাতীয় প্রাণীগণ অত্যন্ত চতুর, বলবান্ এবং নৃশংস। ইহাদিগের শরীর নমনীয় ; অনায়াসে সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়া গমনাগমন করিতে পারে। যে ঘরে কুক্কুট ও শশকাদি বদ্ধ থাকে, নকুল জাতিরা রজনীযোগে তাহাতে প্রবেশ করিয়া সমস্তগুলকে বধ করে।

প্র। ইহারা কি রূপে ভক্ষ্যজন্তু শীকার করে ?

উ। ইহারা বিড়ালজাতীয় পশুদিগের ন্যায় বুকে হাঁটিয়া একেবারে ভক্ষ্যজন্তুর উপরে পড়ে এবং দন্ত ও নখ দ্বারা বধ করিয়া বাসস্থানে লইয়া যায়।

প্র। নকুলজাতি একেবারে কয়টী শাবক প্রসব করে ?

উ। এই জাতি একেবারে ৪। ৫ টী শাবক প্রসব করে।

প্র। নকুলজাতি কি মনুষ্যের বশীভূত হয় ?

উ। হাঁ, নকুল জাতীয় প্রাণীগণ মনুষ্যের নিকট পোষ মানিয়া থাকে ; ধীবরেরা ভোঁদড়জাতিকে পুষিয়া মাছ ধরাইয়া লয়। নকুল প্রভৃতি পশুগণকে পুষিলে বাটীতে

সর্প, ইন্দুর, ছুঁচা প্রভৃতি ক্ষতিকারক জন্তুগণের উপদ্রব থাকে না।

প্র। নকুলজাতি দ্বারা মনুষ্যদিগের কি কি উপকার হয়?

উ। নকুলজাতীয় পশুগণের মধ্যে কোন কোন জাতির লোম দ্বারা মনুষ্যদিগের অনেক উপকার হয়, চর্ম নানা কার্য্যে লাগে এবং ইহারা ক্ষতিকারক অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশু বধ করিয়া উপকার করে।

৪র্থ ভল্লুক।

প্র। ভল্লুকজাতির আকার কি রূপ?

উ। ভল্লুকজাতীয় পশুর আকার স্থূল, মুখ লম্বা ও সরু, কর্ণ ক্ষুদ্র, চক্ষু তীক্ষ্ণ ও ছোট, পায়ের নখর অতি ধারাল, দন্ত সকলের অগ্রভাগ অতি তীক্ষ্ণ এবং মাংস ও উদ্ভিজ্জ ভোজনের উপযোগী, গাত্র দীর্ঘ লোমাচ্ছাদিত।

প্র। ভল্লুকজাতির অন্তর্গত কোন্ কোন্ জন্তু?

উ। এই জাতির অন্তর্গত নানা বর্ণের ভল্লুক, রাকুন, বেজর, কোয়াটী, উলবরাইন ও গ্লাটন প্রভৃতি জীবগণ।

প্র। এই জাতির জন্মস্থান কোন্ কোন্ প্রদেশ?

উ। এই জাতীয় প্রাণীগণ ভূমণ্ডলের নানা স্থানে জন্মে। শুক্ল ভল্লুকের জন্মস্থান শীতপ্রধান দেশ; কটা ভল্লুকজাতি ইয়ুরোপ ও আসিয়া খণ্ডবাসী; কৃষ্ণবর্ণ ভল্লুক আমিরিকা খণ্ড ভিন্ন প্রায় অন্য স্থানে জন্মায় না। রাকুন, কোয়াটী, উলবরাইন আমিরিকা খণ্ডের জন্তু।

গ্লাটন এবং বেজর জাতি ইয়ুরোপ, আসিয়া ও আমি-
রিকা খণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্র। এই জাতীয় জন্তুর আহার দ্রব্য কোন্ কোন্ বস্তু?

উ। ইহারা মাংসভুক; কিন্তু সচরাচর শস্যাদি খাইতেও
দেখা যায়। ভল্লুকজাতি নানা প্রকার ফল, মূল ও শ-
স্যাহার করে, শুক্ল ভল্লুকের আহার দ্রব্য মৎস্য ও
তিমি আদি জলজন্তুর মাংস। র‍্যাকুন, বেজর, প্রভৃতি
ভল্লুকজাতীয় পশুগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু, পক্ষীডিম্ব, কীট
প্রভৃতি ভক্ষণ করে।

প্র। ভল্লুক জাতীয় পশুগণ কি দিবসে আহার আহরণ
হেতু বহির্গত হয়?

উ। না, ইহারা রাত্রিচর, দিবসে প্রায় নিভৃত স্থানে পড়িয়া
থাকে, রাত্রিকালে বহির্গত হইয়া আহারান্বেষণ করে।

প্র। এই জাতির কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় অতি প্রবল?

উ। ইহাদিগের দর্শন, শ্রবণ, ও স্পর্শেন্দ্রিয় অতিশয় প্র-
বল, তদ্রূপ কোন প্রাণীরই দেখা যায় না।

প্র। ভল্লুকজাতির স্বভাব কি রূপ?

উ। ভল্লুকজাতি অতিশয় ক্রুদ্ধ ও নিষ্ঠুর; কেহ রাগাইলে
প্রাণপণে প্রতিহিংসায় প্রবৃত্ত হয়।

প্র। এই জাতি কি মনুষ্যের নিকট পোষ মানিয়া থাকে?

উ। ইহাদিগের মধ্যে কোন্ কোন্ জাতিকে শৈশবাবস্থায়
পুষিলে পোষমানে, লোকেরা ভল্লুকশিশুকে পুষিয়া
নানা প্রকার ক্রীড়া শীক্ষা দেয়, কিন্তু সহজে শীক্ষা করে
না, অনেক যন্ত্রণা ও প্রহারের পর শিক্ষা করে।

প্র। এই জাতি দ্বারা মনুষ্যেরা কি উপকার পায় ?

উ। ভল্লুক জাতীয় প্রাণীগণ দ্বারা কোন কোন দেশের লোকেরা বিশেষ উপকার পাইয়া থাকে। কামস্কাটকাবাসী লোকেরা ভল্লুকের চর্ম্মে শয্যা, টুপী দস্তানা ও জুতার তলা প্রভৃতি প্রস্তুত করে; মাংস রুচিপূর্ব্বক খায়, চর্ব্বি দ্বারা তৈলের কার্য্য হয়, নাড়ী চিরিয়া মুখাবরণ ও জানালার পর্দ্দা করে, অস্থি দ্বারা অস্ত্রের কার্য্য করে। রেকুন ও গেলাটন, প্রভৃতি ভল্লুকজাতীয় পশুদিগের লোম অত্যন্ত কোমল, তদ্দ্বারা টুপি প্রভৃতি নির্ম্মাণ চর্ম্ম দস্তানা ও জুতা প্রস্তুত হয়।

৫ম্ শীল।

প্র। শীলজাতি কাহাকে বলে ?

উ। শীলজাতির আকার মৎস্যের ন্যায়; কিন্তু শীতল শোণিত জীব নহে, বরং তিমিদিগের শোণিতের ন্যায় ইহাদিগের শোণিত উষ্ণ ও সতেজ, শরীর লম্ব ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমল লোমাচ্ছাদিত, মেরুদণ্ড নমনীয় ক্ষুর, অঙ্গুলী পরস্পর লিপ্ত ও নৌকার হাইলের তুল্য কার্য্য করে ও কিন্তু কোন কোন জাতির পশ্চাতের পদ নাই, অঙ্গুলের সাহায্যে উত্তমরূপে সন্তরণ কার্য্য সম্পাদন হয়।

প্র। শীলজাতির অন্তর্গত কোন্ কোন্ জাতি ?

উ। এই জাতির অন্তর্গত নানা প্রকার শীল ও সিন্ধুঘোটক।

প্র। শীলজাতির ভক্ষ্যদ্রব্য কোন্ কোন্ বস্তু ?

উ। ইহারা মাংসাশী; মৎস্য প্রভৃতি জলচরজন্তু আহার করিয়া জীবন ধারণ করে।

প্র। ইহারা কি স্থলে বাস করে ?

উ। না, ইহারা জলচর প্রাণী; জলে বাস করিয়া থাকে। উত্তরসমুদ্রে বহুসংখ্যায় বাস করে। কখন কখন সমনগুলেও দেখা যায়, কিন্তু তাহাদিগের সংখ্যা অত্যল্প। এই জাতি শাবকগণকে স্তন্যপান করাইবার সময় এবং রৌদ্র পোহাইবার নিমিত্ত স্থলে আইসে, কিন্তু লিপ্তপদ জন্য উত্তম রূপে চলিতে পারে না।

প্র। শীল জাতির স্বভাব কি রূপ ?

উ। শীলজাতীয় প্রাণিগণের স্বভাব অতি শান্ত; কেহ পালন করিলে অনায়াসে পোষ মানে এবং প্রতিপালকের নিমিত্ত সমুদ্র হইতে মৎস্য ধরিয়া আনিয়া দেয়।

প্র। সিন্ধুঘোটকজাতির আকার ও বাসস্থান বর্ণন কর ?

উ। সিন্ধুঘোটকজাতির অবয়ব ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রায় শীল জাতির ন্যায় কেবল মস্তক ও দন্তশ্রেণী বিভিন্ন প্রকার, শরীর অত্যন্ত স্থূল ও মাংসল, হস্তির ন্যায় দুই কশে ২টা দীর্ঘ দন্ত বহির্গত হয়। এই জাতিকে উত্তর সমুদ্রস্থিত বরফময় দ্বীপে পালে পালে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়।

প্র। শীলজাতীয় প্রাণিগণ একেবারে কয়টী শাবক প্রসব করে ?

উ। ইহারা একেবারে ২টা সন্তান প্রসব করে এবং স্থলে

আসিয়া স্তন্যপান করায়; কেহ আক্রমণ করিলে শাবক গণকে লইয়া জলে প্রবেশ করে।

প্র। শীলজাতীয় পশুগণ দ্বারা মনুষ্যের কি উপকার হয়?

উ। শীতপ্রধান দেশের লোকেরা শীলজাতির মাংস ভক্ষণ, চর্ম্ম ও তৈল দ্বারা নানা কার্য্য করে। সিন্ধুঘোটকের দন্ত, চর্ব্বি ও চর্ম্ম প্রভৃতি শরীরের অনেকাংশ অনেক কার্য্যকর, দন্ত হস্তিদন্তের ন্যায় শুভ্র ও দৃঢ়; তজ্জন্য হস্তিদন্তে যে সকল শীল্পকার্য্য হয়, ইহাদিগের দন্তে সেই সকল কার্য্য হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ শ্রেণী।

তিমিধর্ম্মী।

প্র। তিমিধর্ম্মী কাহাদিগকে কহা যায়?

উ। যে সকল প্রাণীর আকার ও স্বভাব তিমিদিগের ন্যায়, তাহাদিগকে তিমিধর্ম্মী কহা যায়।

প্র। তিমিধর্ম্মীগণ কি জলে বাস করে?

উ। হাঁ, ইহারা জলচর প্রাণী; সর্ব্বদা জলে বাস করে, কেবল প্রসব সময় স্থলে আগমন করিয়া থাকে।

প্র। তিমিধর্ম্মীদিগের আহার দ্রব্য কি?

উ। ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন জাতি স্থলজ তৃণাদি ভক্ষণ করে, আর কোন কোন জাতি মৎস্য, কীট প্রভৃতি জলচর জন্তু ধরিয়া আহার করিয়া জীবন ধারণ করে

প্র। তিমিধর্ম্মী জীবগণ কয় জাতিতে বিভক্ত?

উ। প্রাণীবেত্তাগণ ইহাদিগের শরীর ও মস্তকের আকারানুসারে ২ দুই জাতিতে বিভাগ করিয়াছেন; যথা—
(১) তিমি। (২) ডল্‌ফিন্‌।

১ম তিমি।

প্র। তিমিজাতির আকার কিরূপ?

উ। তিমিজাতির আকার মৎস্যের ন্যায়; কিন্তু শীতলশোণিত জীব নহে। শরীরের দৈর্ঘ্যতা ৫০। ৬০ ফিট ও বেড় ৩০।৪০ ফিট পর্য্যন্ত দেখা গিয়া থাকে। মস্তক শরীরের তৃতীয়াংশ, স্কন্ধ মৎস্যের ন্যায় হস্ত্র, মুখবিবর এরূপ বৃহৎ ও প্রশস্থ যে, ব্যাদান করিয়া বড় জাহাজী নৌকা অনায়াসে গ্রাস করিতে পারে, চক্ষু বৃষের ন্যায় গোল, কর্ণ নাই; কর্ণ স্থানে কেবল দুইটী সূক্ষ্ম চর্ম্মাবৃত বিবর আছে, তদ্দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পন্ন হয়। শীলজাতির ন্যায় ইহাদিগের ক্ষুদ্র পদ নাই, কেবল মৎস্যের ন্যায় শরীরের উভয় পার্শ্বে ডানা আছে; লাঙ্গুল প্রশস্ত, তৎসাহায্যে অনায়াসে জলের ভিতর অতি বেগে সাঁতার দিতে পারে। ইহাদিগের গাত্র এক প্রকার বসাদ্বারা আবৃত, তন্নিমিত্ত শীত হইতে অনায়াসে রক্ষা পায়।

প্র। পুরাতন প্রাণীতত্ত্বজ্ঞেরা কি জন্য তিমিজাতিকে মৎস্য বলিতেন?

উ। তিমিগণ জলে বাস করে এবং আকার মৎস্যের ন্যায় বলিয়া অনেকে ইহাদিগকে মৎস্য বিবেচনা করিতেন;

কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে যে, তিমি জাতির দেহাভ্যন্তরস্থ গঠন মৎস্যের ন্যায় নহে, ইহারা মৎস্যদিগের ন্যায় অণ্ডজাত না হইয়া বরং স্তন্যজীবি প্রাণিগণের ন্যায় একেবারে শাবক প্রসব করে ও শাবকগণকে স্তন্যপান করায়।

প্র। তিমিজাতিকে কোন্ কোন্ সমুদ্রে অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়?

উ। তিমিজাতি উত্তরসমুদ্রে অধিক সংখ্যায় জন্মিয়া থাকে।

প্র। তিমিদিগের আহার আহরণের ধারা কি রূপ?

উ। এই জাতি মাংসাশী, কিন্তু দন্ত না থাকাতে ভক্ষ্যজন্তু একেবারে গিলিয়া ফেলে। ইহারা নদীমুখে মুখ ব্যাদান করিয়া থাকে, স্রোতবেগে মৎস্যাদি মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে উদরস্থ করে এবং মস্তকস্থ ছিদ্র সকল দ্বারা বদনাভ্যন্তরস্থ জল বহির্গত করিয়া দেয়।

প্র। ইহারা একেবারে কয়টী শাবক প্রসব করে?

উ। তিমিজাতি একেবারে ১০।১২টী শাবক প্রসব করে, প্রসব সময় তীরে আগমন করে এবং সদ্যপ্রসূত সন্তানদিগকে দুগ্ধপান করায়।

প্র। এই জাতির সন্তানস্নেহ কি রূপ?

উ। ইহাদিগের সন্তানস্নেহ অতি প্রবল, তিমি ধাবমান ধীবরগণ কর্তৃক শাবক আক্রান্ত হইলে, তিমিমাতা স্বীয় সন্তানের উদ্ধার চেষ্টায় প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া থাকে হয়।

প্র। তিমিজাতি হইতে মনুষ্যেরা কি কি প্রয়োজনীয় দ্রব প্রাপ্ত হয় ?

উ। তিমিজাতির গাত্র এক প্রকার বসাদ্বারা আবৃত, বৃহৎ বৃহৎ তিমির শরীর হইতে তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনুষ্যেরা তৈল লাভ জন্য নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া তাহাকে বধ করে। ইহাদিগের মস্তকে কাচকড়া প্রস্তুত ও অস্থি নানা কার্য্যে লাগে।

প্র। শিকারীরা কি উপায়ে তিমি শিকার করে ?

উ। তিমিশীকারীরা ৬। ৭ খান নৌকা একত্র করিয়া সমুদ্রে ভ্রমণ করে; তাহাদিগের মধ্যে প্রতি নৌকায় এক এক জনের হস্তে দীর্ঘরজ্জুবদ্ধ টেঁটা থাকে। তিমিগণ নিশ্বাসত্যাগ জন্য ভাসিয়া উঠিলেই টেঁটা দ্বারা বিদ্ধ করে। ইহারা আঘাত প্রাপ্ত হইলেই ক্রোধে গভীর জলে প্রবেশ করিয়া বেগে গমন করে, কিন্তু নিশ্বাস-ত্যাগ জন্য উপরে উঠিলেই পুনর্ব্বার আর একজন বিদ্ধ করে, এইরূপে পুন পুন আঘাত পাইয়া অবশেষে প্রাণ ত্যাগ করে। ইহারা কখন কখন ক্রুদ্ধ হইয়া লাঙ্গুলাঘাতে শিকারীদিগের নৌকা চূর্ণ করিয়া জলমগ্ন করিয়া দেয়।

৩য় ডল্‌ফিন্।

প্র। ডল্‌ফিন্ জাতি কাহাদিগকে কহে ?

উ। যে সকল প্রাণীর আকার ডল্‌ফিন্ নামক জলজন্তুর ন্যায়, তাহাদিগকে ডল্‌ফিন্ জাতীয় প্রাণী কহা যায়।

প্র। ডল্‌ফিন্‌ জাতির অন্তর্গত কোন্‌ কোন্‌ প্রাণী?

উ। এই জাতির অন্তর্গত ডল্‌ফিন্‌, দীর্ঘদন্ত তিমি ও শুশাক প্রভৃতি জন্তু।

প্র। কোন্‌ কোন্‌ সমুদ্রে ডল্‌ফিন্‌ জাতীয় প্রাণীগণকে দেখিতে পাওয়া যায়?

উ। এই জাতীয় প্রাণীগণকে নূতন পৃথিবীখণ্ডস্থ সমুদ্রে অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়; শুশকজাতি প্রায় পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রে বাস করে।

প্র। এই জাতীয় প্রাণীগণের স্বভাব বর্ণন কর?

উ। ইহারা অতিশয় ক্রীড়াশক্ত, সর্ব্বদা দলবদ্ধ হইয়া সন্তরণ দেয়; কখন কখন গমনশীল জাহাজকে বেষ্টন করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত যায়। শুশকজাতি ঝটীক উপস্থিত হইলে বার বার মগ্ন ও উত্থিত হইয়া অত্যন্ত আমোদ প্রকাশ করে।

প্র। ডল্‌ফিনজাতির আহার দ্রব্য কি?

উ। ইহারা মাংসাশী প্রাণী; জলজন্তু আহার করিয়া জীবন রক্ষা করে। শুশকজাতি আহার আহরণ জন্য নদী মুখেই অবস্থান করে।

সপ্তম শ্রেণী

স্থূলচর্ম্মী।

প্র। স্থূলচর্ম্মীদিগের লক্ষণ কিরূপ?

উ। যে সকল জন্তুর গাত্রচর্ম্ম স্থূল, তাহাদিগকে স্থূলচর্ম্মী

কহে, স্থূলচর্ম্মীদিগের চর্ম্মে পশম হয় না এবং কোন কোন জাতির চর্ম্মে লোমও দেখা যায় না। হস্তি, গণ্ডার, অশ্ব, প্রভৃতি জন্তুগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

প্র। স্থূলচর্ম্মী পশুদিগের আকার কিরূপ?

উ। জঙ্গলবাসী পশুদিগের মধ্যে এই শ্রেণীস্থ জন্তুর আকার অতি বৃহৎ হইয়া থাকে।

প্র। স্থূলচর্ম্মীরা স্বভাবত কোন্ দেশ বাসী?

উ। স্থূলচর্ম্মীদিগের জন্মভূমি উষ্ণমণ্ডল, প্রায় শীতমণ্ডলে বাস করে না; কেবল অষ্ট্রেলীয়াদ্বীপে কোন কোন জাতিকে দেখা যায়।

প্র। স্থূলচর্ম্মী প্রাণীরা কি মাংস ভক্ষণ করে?

উ। না, ইহারা মাংসাশী নহে; সচরাচর শস্য, শাক, গুল্ম, তৃণ প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু প্রয়োজন মতে অন্যান্য দ্রব্যও আহার করে।

প্র। স্থূলচর্ম্মী প্রাণী কয় প্রধানজাতিতে বিভক্ত?

উ। ইহারা ৮ আট* জাতিতে বিভক্ত, যথা—

---

* কোন কোন প্রাণীবেত্তা স্থূলচর্ম্মী প্রাণীগণকে ৯ জাতিতে বিভাগ করিয়াছেন; যথা—

(১) হস্তী। (৪) দামান। (৭) পেকারী।
(২) নদাশ্ব। (৫) শূকর। (৮) টেপীর।
(৩) গণ্ডার। (৬) বরাহ। (৯) অশ্ব।

কিন্তু চতুর্থোক্ত পশুজাতির বিবরণ আমরা কোন পুস্তকেই পাঠ করি নাই; এমন কি নাম পর্য্যন্তও শ্রবণ করি নাই, তজ্জন্য দামান নামক জাতিকে পরিত্যাক্ত করিয়া অপর ৮ জাতিতে বিভক্ত করিলাম।

(১) হস্তী।　　　(৫) বরাহ।
(২) নম্যাশ্ব।　　　(৬) পেকারী।
(৩) গণ্ডার।　　　(৭) টেপির।
(৪) শূকর　　　(৮) অশ্ব।

১ম হস্তী।

প্র। হস্তি জাতির আকার কিরূপ?

উ। হস্তি সকল চতুষ্পদ জন্তু অপেক্ষা প্রকাণ্ডকায়; কিন্তু দেখিতে কদাকার, স্কন্ধ হ্রস্ব, চক্ষু ক্ষুদ্র, কাণ কুলার ন্যায় বিস্তৃত, পদদ্বয় স্তম্ভ সদৃশ স্থুল, খর্ব্ব ও পাঁচ২ অঙ্গুলী বিশিষ্ট। ইহাদিগের সমস্ত শরীরাপেক্ষা শুণ্ড অতি আশ্চর্য্য পদার্থ; শুণ্ডের নির্ম্মাণ কৌশল দর্শন করিলে অতিশয় বিস্ময় হইতে হয়। শুণ্ডের দুই পার্শ্বে ২টী গজদন্ত বাহির হয়, ঐ দন্ত ৬ ফিট অবধি ২৮ ফিট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে, কিন্তু হস্তিনীর গজদন্ত

প্র। হস্তির বাসস্থান কোন্ কোন্ প্রদেশ?

উ। হস্তি স্বভাবতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মিয়া থাকে। ইহাদিগকে সচরাচর আসিয়া ও আফ্রিকার নিবীড় অরণ্যে দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতে দেখা যায়।

প্র। হস্তিজাতির স্বভাব ও পরাক্রম বর্ণন কর?

উ। হস্তি অতিশয় পরিশ্রমী, মৃদুস্বভাব, প্রভুভক্ত, ও বুদ্ধিমান; কিন্তু রাগাইলে ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হয়।

ইহারা এরূপ বলবান্ যে, ছয়টা ঘোটক যে বোঝা টানিতে অশক্ত, ইহারা একাকী অনায়াসে তাহা লইয়া যাইতে পারে। যুদ্ধকালে শিবির, কামান প্রভৃতি ভারি দ্রব্য সকল হস্তী দ্বারা বাহিত হইয়া থাকে।

প্র। হস্তীজাতির বুদ্ধিশক্তি কি রূপ?

উ। হস্তি অতিশয় মেধাবী; কেহ কোন অপকার করিলে অনেক দিন স্মরণ করিয়া রাখে, সময় পাইলে প্রতি-শোধ দেয়। যে ব্যক্তির নিকট প্রতিপালিত হয়, বহু দিবস পরেও তাহাকে চিনিতে পারে।

প্র। হস্তিনী একেবারে কয়টা শাবক প্রসব করে?

উ। হস্তিনী ২০ মাস ১৮ দিন গর্ভ ধারণ করিয়া মনুষ্যদি-গের ন্যায় একটা শাবক প্রসব করে; তিন বৎসর পরে শাবকদিগের দন্ত বহির্গত হয়।

প্র। হস্তিজাতি কত দিন বাঁচে?

উ। হস্তীর পরমায়ু কাল নির্দ্ধারিত হয় নাই, তথাপি ১৩০ বৎসরেরও অধিক বয়স্ক হস্তী দৃষ্টি হইয়াছে।

প্র। হস্তিদ্বারা মনুষ্যের কি কি উপকার হয়?

উ। হস্তী মনুষ্যের অতিশয় উপকারী, জীবিত দশায় মনু-ষ্যের অসাধ্য অনেক কঠিন কর্ম্ম করিয়া থাকে। লোকে হস্তি আরোহণ করিয়া শীকারাদি বিপদ কর্ম্ম অনা-য়াসে সম্পন্ন করে। ইহাদিগের দন্ত অতি সুন্দর ও কুন্দন কর্ম্মোপযোগী, উহাতে কৌটা, বাটা, জলপাত্র প্রভৃতি নানা দ্রব্য প্রস্তুত হয়। অস্থিও অনেক কর্ম্মে লাগে।

৩য় নদ্যশ্ব।

প্র। নদ্যশ্ব জাতির আকার কি রূপ ?

উ। নদ্যশ্ব জাতি হস্তী ও গণ্ডার ব্যতিরিক্ত সকল ভূচর পশু অপেক্ষা বৃহৎকায়, কর্ণ ছোট, ও সূচল, লাঙ্গুল চেপ্‌টা, পা খর্ব্ব ও মাংসল, ও ৪টী অঙ্গুলীযুক্ত, গাত্রের চর্ম্ম অতিশয় কঠিন ও ধুসর বর্ণ, ইহাদিগের কর্ত্তক দন্ত গজ দন্তের ন্যায় শুভ্র ও এমন কঠিন যে লোহায় আঘাত করিলে অগ্নিকণা বহির্গত হয়।

প্র। নদ্যশ্ব কোন্ কোন্ দেশে দেখিতে পাওয়া যায় ?

উ। এই জাতি জল ও স্থল উভয়ত্রেই বিচরণ করে। আফ্রিকার নদ, নদী, বিশেষতঃ মীসর দেশস্থ নীল নদের তীর ভূমিতে সচরাচর আহারান্বেষণে ভ্রমণ করে।

প্র। এই জাতির আহার দ্রব্য কি ?

উ। ইহারা উভয়ভোজী অর্থাৎ মাংস ও উদ্ভিজ্জ উভয় পদার্থই ভক্ষণ করে। নদীগর্ভস্থিত মৎস্য ও কুম্ভীর খায়, রাত্রিযোগে তীরে উঠিয়া কৃষক দিগের শস্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করতঃ শস্য ভক্ষণ ও পদ দ্বারা দলন করিয়া থাকে। কিন্তু সূর্য্যোদয় না হইতেই নদীগর্ভে প্রবেশ করে।

প্র। নদ্যশ্ব জাতির পরাক্রম কি রূপ ?

উ। ইহারা অতিশয় বলবান্ কিন্তু ভীতস্বভাব প্রযুক্ত পরাক্রমী নহে, কিন্তু কেহ আক্রমণ করিলে অতিশয় পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে, কখন২ ক্রোধে শীকারীদিগের নৌকা দন্ত দ্বারা খণ্ড২ করিয়া ডুবাইয়া দেয়।

প্র। এই জাতির সন্তান প্রসবের ধারা কি রূপ ?

উ। নদাশ্বিনী প্রসব কালে তীরে আগমন করিয়া এক বারে একটী সন্তান প্রসব করে। শাবক শৈশব কালেই সন্তরণ করিতে শিখে, কোন শব্দ শুনিলে দ্রুতবেগে জলে প্রবেশ করে।

প্র। নদাশ্বজাতির দ্বারা মনুষ্যদিগের কি কি প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়?

উ। এই জাতির দন্ত, চর্ম্ম, রক্ত, মাংস, মেদ, বসা প্রভৃতি দ্বারা মানব গণের অনেক উপকার হয়; দন্তে কুন্দন কর্ম্ম, চর্ম্মে ঢাল ও চাবুক, রক্তে এক প্রকার উৎকৃষ্ট রঙ্গ প্রস্তুত, মাংস অতি স্বাদু ও পুষ্টিকর বলিয়া বহুমূল্যে বিক্রীত হয়, চর্ব্বিতে মাখমের কার্য্য করে।

গণ্ডার।

প্র। গণ্ডার জাতির আকার বর্ণন কর?

উ। গণ্ডারজাতির আকার হস্তী ব্যতীত সমস্ত জন্তু অপেক্ষা বৃহৎ ও স্থূল, চক্ষু ক্ষুদ্র ও অস্বচ্ছ, কর্ণ উন্নত ও সচল, ওষ্ঠ লম্বা, পা খর্ব্ব, স্থূল ও প্রত্যেক পদে ৩টী করিয়া অঙ্গুলী হয়। এইজাতির নাসিকার অগ্রভাগে খড়্গ নির্গত হয়।

প্র। গণ্ডার জাতির স্বভাব বর্ণন কর?

উ। গণ্ডার জাতি স্বভাবতঃ অলস, উগ্র ও প্রভুভক্তি-হীন, কেহ আক্রমণ করিলে উন্মত্তের ন্যায় ক্রোধ প্রকাশ করে। ইহারা অত্যন্ত বলবান্ অনায়াসে খড়্গাঘাত দ্বারা ব্যাঘ্র প্রভৃতি বলবান্ পশুদিগকে পরাস্ত করিয়া থাকে।

প্র। ইহারা বস্তুতঃ কোন্ কোন্ দেশবাসী ?

উ। এই জাতির জন্ম স্থান উষ্ণ কটীবন্ধ। আসিয়া ও আফ্রিকার বনে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সর্ব্বদা শূকর জাতির ন্যায় কর্দ্দম পূর্ণ জলাশয়ে পড়িয়া থাকিতে ভাল বাসে।

প্র। গণ্ডারজাতি কি মাংস আহার করে ?

উ। না, ইহারা ফল, মূল, শাক, শস্য ও কণ্টক বৃক্ষাদি প্রচুর পরিমাণে ভক্ষণ করে।

প্র। গণ্ডারী একেবারে কয়টী শাবক প্রসব করে ?

উ। গণ্ডারী অনেক দিবসান্তর একেবারে একটী শাবক প্রসবকরে, দুই বৎসর গত হইলে শাবকদিগের অল্প ২ খড়্গ বহির্গত হয়।

প্র। মনুষ্যেরা গণ্ডার জাতি হইতে কি কি উপকার প্রাপ্ত হয় ?

উ। জীবিত গণ্ডার দ্বারা মনুষ্যের কিছু বিশেষ উপকার নাই, মরিলে খড়্গে কৌটা, বাটী, জলপাত্র, চর্ম্ম দ্বারা ঢাল, সাঁজোয়া প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, এবং, মাংস, রক্ত, অস্থী, মল, মূত্র প্রভৃতি হিন্দু বৈদ্যরা মহৌষধ জ্ঞান করিয়া থাকে।

প্র। গণ্ডার জাতি কত কাল জীবিত থাকে ?

উ। ইহারা ৭০। ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।

৪র্থ শূকর।

প্র। শূকর জাতির আকার কি প্রকার ?

উ। শূকরের আকার স্থূল ও মাংসল ; মুখ সরু, উপরের ওষ্ঠ নীচের ওষ্ঠাপেক্ষা লম্বা, গমন কালে নত করিয়া মাডিতে২ যায় ; ঘাড় স্থূল ও খর্ব্ব, পা ক্ষীণ, খর্ব্ব ও ৪ টা অঙ্গুলী বিশিষ্ট, খুর খণ্ডিত ; গাত্রের চর্ম্ম স্থূল ও শক্ত লোমযুক্ত। এই জাতির শরীর হইতে প্রচুর পরিমাণে চর্ব্বি পাওয়া যায়।

প্র। শূকর-জাতির আহার দ্রব্য কি ?

উ। ইহারা নাসিকার অগ্রভাগ দ্বারা ভূমি খনন করিয়া, আলু, কচু, প্রভৃতির মূল ভক্ষণ করে। মনুষ্যেরা যাহা ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করে, ইহারা তাহা সুখাদ্য বোধে আহার করে।

প্র। এই জাতির জন্ম স্থান কোন্ দেশ ?

উ। শূকর জাতি প্রায় সকল দেশেই জন্মিয়া থাকে। ইহারা গণ্ডার জাতির ন্যায় সর্ব্বদা কর্দ্দমপূর্ণ জলাশয়ে পড়িয়া থাকিতে ভাল বাসে।

প্র। শূকরী একেবারে কয়টী সন্তান প্রসব করে ?

উ। শূকরী একেবারে ২০টী পর্য্যন্ত শাবক প্রসব করিয়া থাকে।

প্র। শূকর জাতি কত দিন বাঁচে ?

উ। শূকর জাতি ১৮।১৯ বৎসর জীবিত থাকে।

প্র। এই জাতি দ্বারা মনুষ্যের কি উপকার হয় ?

উ। মনুষ্যেরা শূকরের মাংস অতিশয় পুষ্টিকর বলিয়া ভো-

জল করে, লোম দ্বারা অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য হয়; ইয়ুরোপবাসী লোকেরা শূকরের চর্ব্বিতে তৈলের কার্য্য করে; অস্থি, শীরা প্রভৃতি না না কর্ম্মে লাগে।

৫ম বরাহ।

প্র। বরাহ জাতির আকার কিরূপ?

উ। বরাহ জাতির আকার প্রায় শূকরের ন্যায়, কেবল অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ শরীর; মুখ লম্বা, নাসিকার অগ্রভাগ বিস্তৃত ও কঠিন মাংসে বিশিষ্ট, কর্ণ ক্ষুদ্র, অঙ্গের সন্ধিস্থান সকল সবল ও দৃঢ়, গাত্রে কৃষ্ণ ও ধূসর বর্ণের লোম হয়; এই জাতির উপরের দন্তাধার হইতে ২ টা দীর্ঘ দন্ত বহির্গত হয়, কেহ আক্রমণ করিলে ঐ দন্ত দ্বারা বধ করে।

প্র। এই জাতির জন্মস্থান কোন্ কোন্ প্রদেশ?

উ। ইহারা আফ্রিকার গ্রীষ্ম প্রধান প্রদেশের বন্য জন্তু; আসিয়া ও ইয়ুরোপের কোন কোন প্রদেশেও দেখিতে পাওয়া যায়।

প্র। বরাহ জাতির স্বভাব বর্ণন কর?

উ। এই জাতির স্বভাব অতিশয় উগ্র, কেহ আক্রমণ করিলে সম্মুখস্থ দন্ত দ্বারা চিরিয়া ফেলে; রাগান্বিত হইলে সম্মুখে যাহাকে পায়, তাহাকেই দন্তাঘাত করে।

প্র। ইহাদিগের আহার দ্রব্য কি?

উ। ইহারা চরাচর শস্য ও সম্মুখ স্থিত দ্বারা [illegible]

খনন করিয়া খায় ; কখন কখন ইহার অভাবে মাংসও আহার করিয়া থাকে।

৬ষ্ঠ পেকারী।

প্র। পেকারী জাতির আকার বর্ণন কর ?

উ। পেকরী জাতির আকার শূকরের ন্যায়, কিন্তু তদ্রূপ স্থূল নহে, শরীর খর্ব্ব, পা শূকরের মত, চর্ম্ম পাটল বর্ণ, লোম ঘন ও শক্ত, লাঙ্গূল নাই, পৃষ্ঠ দেশে একটী ছিদ্র আছে, তাহার ভিতর হইতে সর্ব্বদা এক প্রকার জলবৎ দুর্গন্ধ পদার্থ নির্গত হয়।

প্র। পেকারী জাতি কোন্ কোন্ দেশে জন্মে ?

উ। এই জাতি দক্ষিণামিরিকার জন্তু ; নূতন পৃথিবী খণ্ড মধ্যে যে সকল দেশে গ্রীষ্মের অধিক প্রাদুর্ভাব, সেই সকল দেশে এই জাতি অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

প্র। এই জাতি কি একাকী ভ্রমণ করে ?

উ। না, ইহারা দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করে ; কোন কোন সময়ে সহস্র সংখ্যায় একত্র হইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে ; তৎকালে একটী বলবানকে রক্ষক নিযুক্ত করে ; গমনকালে নিকটস্থ ক্ষেত্র সকলের অনেক শস্য নষ্ট করিয়া থাকে।

প্র। পেকারী জাতির আহার দ্রব্য কি ?

উ। ইহারা উভয়ভোজী ; মাংস উদ্ভিজ্জ উভয় বস্তুই ভক্ষণ

করে, বৃক্ষের ফল, মূল, সর্প, টিকটীকি, ভেক প্রভৃতি সরী-সৃপ খাইয়া থাকে, বিশেষতঃ সর্প দেখিলেই তৎক্ষণাৎ খুর ও দন্ত দ্বারা বধ করিয়া ভক্ষণ করে।

প্র। পেকারী জাতির স্বভাব কি রূপ?

উ। ইহাদিগের স্বভাব অতি ভয়ঙ্কর, কেহ আক্রমণ করিলে অধৈর্য্য প্রায় হইয়া আক্রমণকারীর প্রতি বেগে আক্রমণ করে; কখন কখন শীকারীরা গুলির আঘাত করিলেও পলায়ন করে না।

প্র। পেকারী জাতি মনুষ্যের কি বশীভূত হয়?

উ। হাঁ, ইহারা বশীভূত হইয়া থাকে, গৃহপালিত হইলে আপনারাই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় এবং স্বেচ্ছাক্রমে গৃহে আইসে।

৭ম টেপির।

প্র। টেপির জাতির আকার কি রূপ?

উ। টেপির জাতির আকার শূকরের ন্যায় স্থূল ও মাংসল; [illegible] এরূপ দীর্ঘ যে শুণ্ডের ন্যায় বৃক্ষের শাখাদি ভগ্ন [illegible] খায়; পদচতুষ্টয় স্থূল, লাঙ্গুল অতি খর্ব্ব ও [illegible] লোমহীন, দেশ ভেদে গাত্রবর্ণের তারতম্য দৃষ্টি হইয়া থাকে।

টেপির জাতির জন্ম স্থান কোন্ কোন্ দেশ?

এই পশুর জন্ম স্থান দক্ষিণামিরিকা; ইহাদিগকে [illegible] নদী হইতে ডেরীয়ান যোজকের অন্তর্বর্ত্তী

দেশ সকলে অধিক সংখ্যায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাতন পৃথিবী খণ্ডে কুত্রাপি জন্মে না, কেবল সুমাত্রা দ্বীপে এক জাতীয় টেপির দেখা যায়।

প্র। টেপির জাতির স্বভাব বর্ণন কর?

উ। এই জাতির স্বভাব অতি শান্ত, মনুষ্য দেখিলে নিভৃত প্রদেশে পলায়ন করে কিন্তু আক্রমণ করিলে ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হয়। দিবসে পর্ব্বত সন্নিহিত শুষ্ক ভূমিতে নিদ্রাযায়, রাত্রিযোগে আহারান্বেষণ হেতু ভ্রমণ করে।

প্র। ইহাদিগের আহার দ্রব্য কি?

উ। টেপিরজাতি সচরাচর তৃণ, পল্লব, কোমল শাখা প্রভৃতি ওষ্ঠ দ্বারা আহরণ করিয়া ভক্ষণ করে; ইহাদিগের পাক শক্তি এরূপ প্রবল, যে অস্থি, প্রস্তর, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ প্রভৃতি কঠিন দ্রব্য সকল অনায়াসে জীর্ণ করিতে পারে।

প্র। টেপির জাতি কি মনুষ্যের বশীভূত হয়?

উ। হাঁ, টেপির জাতিকে পুষিলে বশীভূত হয়। ইহাদিগকে আমিরিকা খণ্ডে অনেকে গৃহে পালন করিয়া থাকে; পোষা টেপির প্রভাতে বনে গমন করিয়া আহার অন্বেষণ করে ও অপরাহ্ণে স্বীয় স্বামীর বাটীতে পুনরাগমন করে।

প্র। মনুষ্যেরা টেপির জাতি হইতে কি উপকার পাইয়া থাকে?

উ। টেপির জাতির মাংস শুষ্ক ও শক্ত, কিন্তু আমিরিকেরা

ম্বাহ্ লোকে আহার করে; চর্ম্ম অতিশয় কঠিন ও দুর্ভেদ্য; এনিমিত্ত তদ্দেশীয় অসভ্যেরা ঢাল প্রস্তুত করে এবং শরীরের অনেকাংশ নানা প্রয়োজনে লাগে।

৮ম অশ্ব।

প্র। অশ্ব জাতির আকার কি রূপ?

উ। অশ্ব জাতির আকার অতি সুন্দর, শরীর লঘু ও বলবান, চক্ষু তীক্ষ্ণ, কর্ণ সোজা, স্কন্ধদেশে মোটা ও দীর্ঘ কেশ হয়, খুর অখণ্ড, লাঙ্গুলের অগ্রভাগে এক গোছা লম্বা চুল হইয়া থাকে। এই জাতির গাত্রবর্ণ ও শরীরের কোনং অংশ দেশ ভেদে বিভিন্ন দৃষ্টি হয়।

প্র। অশ্ব জাতি কোন্ কোন্ দেশে জন্মিয়া থাকে?

উ। অশ্ব জাতি প্রায় পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে জন্মিয়া থাকে ও সকল দেশবাসী লোকেরা এই জাতিকে মনোযোগের সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করে।

প্র। অশ্ব জাতির স্বভাব বর্ণন কর?

উ। ইহারা অতিশয় চতুর, বুদ্ধিমান্, প্রভুভক্ত, সাহসী ও বশম্বদ; দয়া প্রকাশ করিয়া পালন করিলে অনায়াসে বশীভূত ও প্রভুর বিপদ্ সময়ে প্রাণপণে সাহায্য করে। এই জাতি ক্রীড়া কৌতুকে অতিশয় অনুরক্ত।

প্র। ইহাদিগের প্রধান আহার দ্রব্য কি?

উ। ইহারা তৃণভোজী, শুষ্ক তৃণ, ছোলা, যব, গোধূম, প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া জীবন যাপন করে।

প্র। অশ্ব জাতি কি একাকী থাকিতে ভাল বাসে?

উ। না, ইহারা বন্যাবস্থায় দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করে, গৃহ পালিত হইলে মেষ, ছাগ ও কুক্কুটদিগের সহবাসে থাকিতে অত্যন্ত ভাল বাসে।

প্র। অশ্ব জাতির অন্তর্গত কোন্ কোন্ জন্তু?

উ। এই জাতির অন্তর্গত গর্দ্দভ, অশ্বতর ও জিব্রা।

প্র। অশ্ব জাতীয় পশুগণ দ্বারা আমরা কি উপকার পাইয়া থাকি?

উ। অশ্বজাতি মনুষ্যের অতিশয় উপকারী। ইহারা শকট টানন, ভূমি কর্ষণ, যুদ্ধভার বহন প্রভৃতি কষ্ট সাধ্য কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ এবং মৃগয়া ও যুদ্ধকালে অতিশয় নৈপুণ্য প্রকাশ করে। গর্দ্দভ জাতি জীবিত দশায় ভার বহন কার্য্য করে; চর্ম্মে জুতা, পুস্তকের মলাট, ঢাক প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, দুগ্ধ নানা ঔষধে লাগে।

অষ্টম শ্রেণী।

রোমন্থী।

প্র। রোমন্থী প্রাণী কাহাদিগকে কহা যায়?

উ। যে সকল প্রাণী, ভুক্ত বস্তু উদ্গার করিয়া পুনর্ব্বার চর্ব্বণ করতঃ আহার করে, তাহাদিগকে রোমন্থী এবং উক্ত চর্ব্বণকে রোমন্থন কহা যায়। এই শ্রেণীস্থ জীবগণের মস্তকে শৃঙ্গ উঠে ও পদচতুষ্টয়ে অঙ্গুলী না হইয়া [illegible] খুর হইয়া থাকে।

প্র। রোমন্থিদিগের পাকস্থলী কয়টা ?

উ। রোমন্থীরা আম দ্রব্য ভক্ষণ করে; অন্যান্য দ্রব্যা-
পেক্ষা আম দ্রব্য সহসা পরিপাক হয় না, তন্নিমিত্ত
জগদীশ্বর এই জাতিকে ৪ টা পাকস্থলী দিয়াছেন,
তদ্দ্বারা অনায়াসে কাঁচা দ্রব্য জীর্ণ করিতে পারে।

প্র। রোমন্থি প্রাণিদিগের পাকের নিয়ম কি রূপ ?

উ। রোমন্থি প্রাণিগণ আহার দ্রব্য ঈষৎ চর্ব্বণ করিয়া
ভক্ষণ করিলে প্রথমতঃ প্রথম পাকস্থলীতে পতিত হয়,
ঐ স্থলী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার, তৎপরে মধু মক্ষিকার
চাকের ন্যায় এক ক্ষুদ্র স্থলীতে প্রবেশ করিবা মাত্র ঐ
সমস্ত চর্ব্বিত দ্রব্য দ্রব হইয়া যায়, পরে পুনর্ব্বার
উদ্গার করিয়া বিশ্রাম সময়ে চর্ব্বণ করিলেই পর্য্যায়
ক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়া পরি
পাক হয়।

প্র। রোমন্থিদিগের প্রধান আহার দ্রব্য কি ?

উ। ইহারা মাংসাশী নহে; তৃণ, পল্লব প্রভৃতি ভক্ষণ
করিয়া জীবন যাপন করে, এতন্নিমিত্ত মনুষ্যের
অধিকাংশ রোমন্থি প্রাণিদিগের মাংস ভক্ষণ করিয়া
থাকে।

প্র। রোমন্থীরা স্বভাবতঃ কোন্ কোন্ মণ্ডলবাসী ?

উ। ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মহাদ্বীপে যত প্রকার স্তন্যজীবি
জীব আছে, তন্মধ্যে রোমন্থী জন্তুর সংখ্যাই অধিক
ইহারা স্বভাবতঃ গ্রীষ্ম মণ্ডলবাসী, কিন্তু মনুষ্যগণ দ্বারা
নীত হইয়া এক্ষণে সকল মণ্ডলেই বাস করিতেছে।

প্র। মনুষ্যেরা রোমন্থি জীবগণ দ্বারা কি কি উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে?

উ। অন্যান্য স্তন্যজীবি প্রাণী অপেক্ষা রোমন্থীরা মনুষ্যের অধিক উপকারী; মানবগণ, কতক গুলি হইতে আহার, পরিধেয় বস্ত্র ও প্রয়োজনোপযোগী নানাবিধদ্রব্য প্রাপ্ত হয়, আর কতকগুলিকে ভার বহন, শকট টানন এবং ভূমি কর্ষণাদি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া আপনাদিগের শ্রম লাঘব ও নানা শ্রমসাধ্য কার্য্যের সুগমতা সম্পাদন করিয়া লয়। আমরা গাভী হইতে দুগ্ধ, মেষ ও উষ্ট্র হইতে কম্বল, এবং ছাগল হইতে নানা প্রকার বহুমূল্য বস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

প্র। রোমন্থি প্রাণিগণ কয় জাতিতে বিভক্ত?

উ। ইহারা ৯ জাতিতে বিভক্ত, যথা—

(১) উষ্ট্র।	(৬) কালসার।
(২) লামা।	(৭) ছাগ।
(৩) কস্তুরী-মৃগ।	(৮) মেষ।
(৪) হরিণ।	(৯) গো।
(৫) জিরাফা।	

এবং এই ৯ জাতি হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়।

১ম উষ্ট্র।

প্র। উষ্ট্র জাতির আকার ও স্বভাব বর্ণন কর?

উ। উষ্ট্রের আকার অতি বৃহৎ কিন্তু তাদৃশ স্থূল নহে, গ্রীবা ও পদ অত্যন্ত দীর্ঘ, চক্ষু ও কর্ণ ক্ষুদ্র, খুর অখণ্ড, পদতল স্পঞ্জের ন্যায় কোমল। রোমন্থি প্রাণিগণ মধ্যে উষ্ট্র জাতির স্বভাব অতি মৃদু ও কষ্ট সহ, অনাহারে নিরাহারে পৃষ্ঠে ভার গ্রহণ করিয়া ৭।৮ দিবস মরু ভূমিতে ভ্রমণ করিতে পারে।

প্র। উষ্ট্র জাতির আহার দ্রব্য কি?

উ। ইহারা তৃণজিবী পশু, বৃক্ষের শাখা, পল্লব ও মরু ভূমিজাত কণ্টক আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। এই জাতির উদরে একটী জলস্থলী আছে, জল পান কালে কর্দ্দম পূর্ণ ঘোলাজলে ঐ স্থলী পূর্ণ করে, তদ্দ্বারা জলাভাবে বহু দিবস জীবিত থাকে।

প্র। এই জাতির কোন্ ইন্দ্রিয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল?

উ। উষ্ট্র জাতির ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতিশয় প্রবল, যখন ইহারা পৃষ্ঠে ভার গ্রহণ করিয়া মরু প্রদেশে ভ্রমণ করে, তখন [illegible] ক্রোশান্তর হইতে জলাশয় অনুসন্ধান করিতে পারে।

প্র। উষ্ট্র জাতি একবারে কয়টি শাবক প্রসব করে?

উ। ইহারা এক কালে একটী শাবক প্রসব করে।

প্র। উষ্ট্র জাতি কত দিন বাঁচিয়া থাকে?

উ। উষ্ট্র ছয় বৎসরের হইলে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং [illegible] বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

প্র। মনুষ্যেরা উষ্ট্র দ্বারা কি উপকার পায়?

উ। [illegible] মনুষ্যেরা উষ্ট্র হইতে অনেক প্রকার

উপকার প্রাপ্ত হয়। ইহাদিগের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নির্ভয় চিত্তে নানা দেশে বাণিজ্য করিয়া থাকে। উষ্ট্র আরবদিগের জীবনসর্ব্বস্ব, ইহাদিগের সাহায্য ব্যতীত তাহারা ক্ষণমাত্র জীবিত থাকিতে পারে না, সচরাচর উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া মরু ভূমিতে ভ্রমণ করে; জীবিতাবস্থায় দুগ্ধ পান, মাংস ভক্ষণ, ভারবহন, ও কষ্ট সহ কার্য্য সম্পাদন করিয়া লয়; মরিলে চর্ম্ম দ্বারা শিবির নির্ম্মাণ এবং লোম দ্বারা নানা প্রকার শীত নিবারক বস্ত্র প্রস্তুত করে।

২য় লামা* ।

প্র। লামাজাতির আকার ও শরীর পরিমাণ কিরূপ?

উ। এই জাতির আকৃতি ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উষ্ট্র জাতির ন্যায়, কিন্তু গ্রীবা তদপেক্ষা খর্ব্ব, পদে দুইটী করিয়া অঙ্গুলী হয়, শরীর-পরিমাণ উচ্চে ৪ বা ৪॥০ ফিট এবং দীর্ঘে ৬ ফিট পর্য্যন্ত দেখা যায়, গাত্র বর্ণ শুভ্র ও নানা অঙ্কে অঙ্কিত। ইহারা ঘোটকের ন্যায় হেষারব করিয়া থাকে।

* কোন কোন প্রাণিবেত্তা লামা জাতিকে উষ্ট্র জাতির শাখা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু ওয়াটরহাউস প্রভৃতি আধুনিক প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা ইহাদিগকে একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া স্বীকার করেন, তজ্জন্য লামা জাতির বৃত্তান্ত স্বতন্ত্র লিখিত হইল।

প্র। লামা জাতির আবাস ভূমি কোন্ কোন্ প্রদেশ?

উ। লামা জাতি দক্ষিণামিরিকার পেরু প্রদেশের আদিম জন্তু; ইহারা স্বভাবতঃ পর্ব্বতময় শীতল প্রদেশে বাস করে। চিলি দেশেও কখন কখন দেখা যায়।

প্র। এই জাতির স্বভাব কিরূপ?

উ। ইহারা অতিশয় ধীর ও কষ্টসহ, কাহার কোন অনিষ্ট করে না, মনুষ্য অথবা অন্য কোন হিংস্রক শ্বাপদ দেখিলে নিভৃত প্রদেশে পলাইয়া যায়।

প্র। পেরু বাসী মনুষ্যেরা লামা জাতি হইতে কি কি প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হয়?

উ। পৈরবেরা আরবদিগের ন্যায় উষ্ট্রের পরিবর্ত্তে লামা জাতি দ্বারা ভারবহন ও বাণিজ্য কার্য্য করিয়া লয়। কথিত আছে, ইহারা উষ্ট্র জাতি অপেক্ষা আহার ও পান বিষয়ে অধিক ধৈর্য্যশালী। পেরু বাসীরা এই জাতির মাংসাহার ও লোম দ্বারা "আলপাখ." নামক উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করে।

---

৩ য় কস্তুরী-মৃগ।

প্র। কস্তুরী-মৃগের আকার কি রূপ?

উ। কস্তুরী-মৃগ এক প্রকার হরিণ জাতি। ইহাদিগের শৃঙ্গ উঠে না এবং সম্মুখে ২।৩ অঙ্গুলী পরিমিত ২ টা বক্র ও তীক্ষ্ন গজদন্ত সদৃশ দন্ত বহির্গত হয়; কর্ণ দীর্ঘ, চক্ষু উজ্বল, গাত্র লোম অতিশয় কর্কশ। এই জাতির

পদ চতুষ্টয় অতি সূক্ষ্ম, এ নিমিত্ত এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের কস্তুরী-মৃগের হাঁটু নাই বলিয়া ভ্রম আছে।

প্র। কস্তুরী-মৃগের স্বভাব বর্ণন কর?

উ। এই জাতীয় পশুগণের স্বভাব অত্যন্ত ভীরু, প্রায় দিবসে নির্জ্জন স্থানে থাকে, রাত্রিকালে বহির্গত হইয়া ভ্রমণ করে।

প্র। ইহারা কোন্ কোন্ দেশে জন্মিয়া থাকে?

উ। এই জাতি হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর স্থিত নেপাল, টন্‌কীন্, চীন তাতার প্রভৃতি আসিয়ার মধ্য প্রদেশের পার্ব্বত্য জন্তু।

প্র। এই জাতিকে কস্তুরী-মৃগ বলে কেন?

উ। কস্তুরী-মৃগ জাতির পুরুষদিগের নাভি দেশে একটী স্থলী আছে; তাহার ভিতর পিঙ্গল বর্ণ এক প্রকার পদার্থ জন্মে, ঐ পদার্থকে কস্তুরী অথবা মৃগ-নাভি কহে, তজ্জন্য এই জাতির নাম কস্তুরী-মৃগ. কিন্তু স্ত্রী জাতির নাভি দেশে কস্তুরী জন্মে না।

প্র। কস্তুরী অথবা মৃগনাভির কি কি বিশেষ গুণ আছে?

উ। কস্তুরীর গন্ধ অতি তীব্র, রুক্ষ ও বলবর্দ্ধক, স্বাদ তিক্ত কিন্তু মূত্র দোষের মহৌষধি। বিশেষতঃ ইহার যৌগিক আকর্ষণ* এত প্রবল যে অল্প পরিমিত মৃগনাভি বহু দিবস পর্য্যন্ত থাকে। মনুষ্যেরা কেবল কস্তুরী লাভ জন্য এই জাতিকে বধ করে।

---

* প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১ম ভাগ ষষ্ঠ অধ্যায়।

৪র্থ হরিণ।

প্র। হরিণ জাতির আকার ও স্বভাব কি রূপ?

উ। হরিণ জাতিকে দেখিতে অতি সুশ্রী, চক্ষু অতিশয় উজ্জ্বল, পা সরু, খুর খণ্ডিত, লাঙ্গূল ক্ষুদ্র, গাত্রচর্ম্ম সুন্দররূপে অঙ্কিত, শৃঙ্গ পূর্ণগর্ভ এবং অন্যান্য পশুর ন্যায় সরল না হইয়া অনেক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। এই জাতির স্বভাব অতি ভীরু ও চঞ্চল।

প্র। হরিণ জাতিকে কোন্ কোন্ দেশে দেখিতে পাওয়া যায়?

উ। এই জাতিকে প্রায় সকল দেশের অরণ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ কেহ হরিণ শিশুকে গৃহে পালন করিয়া থাকে।

প্র। এই জাতির আহার দ্রব্য কি?

উ। ইহারা তৃণ ভোজী; বৃক্ষের শাখ, পত্র, বল্কল ভক্ষণ করিয়া থাকে।

প্র। হরিণী কত দিবস গর্ভধারণ করিয়া একবারে কয়টী শাবক প্রসব করে?

উ। হরিণী ৮ মাস গর্ভধারণ করিয়া একেবারে একটী সন্তান প্রসব করে।

প্র। হরিণ জাতি কত দিবস বাঁচে?

উ। মৃগগণ ছয় বৎসর বয়স্ক হইলে পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত হয় এবং ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

প্র। মনুষ্যেরা হরিণ জাতি হইতে কি উপকার প্রাপ্ত হয়?

উ। ইহাদিগের মাংস ভোজন, শৃঙ্গ দ্বারা কুন্দন কার্য্য সম্পাদন, শিরা হইতে শিরিশ, ও চর্ম্মে শয্যা, আসন, জুতা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

---

৫ ম জিরাফা।

প্র। জিরাফা জাতির আকার কি রূপ?

উ। ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত প্রাণী অপেক্ষা জিরাফা জাতির শরীর অতি দীর্ঘ কিন্তু তদ্রূপ স্থূল নহে, শরীর উষ্ট্র ও হরিণ জাতির ন্যায়; গ্রীবা দীর্ঘ ও ক্ষীণ, মস্তক ক্ষুদ্র, চক্ষু তীক্ষ্ণ, বৃহৎ ও কিয়দংশ চক্ষুর কোটর হইতে বহির্গত, শৃঙ্গ চর্ম্মাবৃত ও অতীক্ষ্ণ, মুখ উষ্ট্রের ন্যায়, খুর খণ্ডিত, গাত্রবর্ণ পাটল ও চিতা ব্যাঘ্রের চর্ম্মের ন্যায় অঙ্কিত।

প্র। জিরাফা জাতির জন্মভূমি কোন্ কোন্ দেশ?

উ। এই জাতির জন্মভূমি আফ্রিকাখণ্ড, আর কুত্রাপি জন্মে না, উত্তমাশা অন্তরীপ ও নিউবিয়ার অন্তর্বর্ত্তী স্থান সকলে অধিক সংখ্যায় জন্মিয়া থাকে।

প্র। এই জাতির ভক্ষ্য দ্রব্য কি?

উ। ইহাদিগের জিহ্বা দীর্ঘ, কণ্টক যুক্ত ও আশ্চর্য্য রূপে নির্ম্মিত, মনে করিলে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করিতে পারে। ইহারা তৃণভোজী, জিহ্বা দ্বারা বৃক্ষের শাখা, পল্লব [illegible] করিয়া ভক্ষণ করে।

প্র। জিরাফা জাতির স্বভাব কি [illegible]

প্র। কালসার জাতি হইতে কি কি প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায়?

উ। মনুষ্যেরা কালসার জাতির মাংস ভক্ষণ করে, চর্ম্ম দ্বারা বিবিধ শিল্পকার্য্য হয়, বিশেষতঃ ভারতবর্ষবাসী লোকেরা ইহাদিগের চর্ম্ম পবিত্র জ্ঞানে আসন প্রভৃতি প্রস্তুত করে; শৃঙ্গে ছুরির বাঁট ও অন্যান্য কার্য্য হয়।

---

৭ ম ছাগ।

প্র। ছাগ জাতির আকার কি রূপ?

উ। ছাগ জাতির শরীর চিক্কণ লোমযুক্ত, শৃঙ্গ শূন্যগর্ভ অর্থাৎ ফাঁপা, স্কন্ধের লোম দীর্ঘ, মুখ শ্মশ্রুযুক্ত, খুর খণ্ডিত, পদের পশ্চাদ্ভাগে দুইটী করিয়া অঙ্গুলী হয়, সচরাচর শুক্ল কৃষ্ণ ও পাটল বর্ণ বিশিষ্ট ছাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্র। ছাগ জাতির জন্মভূমি কোন্ কোন্ প্রদেশ ও এই জাতির আহার দ্রব্য কি?

উ। ইহারা প্রায় সকল দেশেই জন্মে, বিশেষতঃ আসিয়ায় বহুসংখ্য দেখা যায়। এই জাতি, বৃক্ষের বল্কল, নবীন পল্লব, শস্য প্রভৃতি ভক্ষণ করে, [illegible] প্রভৃতি বিষাক্ত উদ্ভিজ্জও ইহাদিগের অখাদ্য নহে।

প্র। ছাগ জাতির স্বভাব কি রূপ?

উ। ইহারা মেষ জাতির [illegible] স্বভাব নহে, বরং অ- তিশয় [illegible]শালী ও নির্ভয় চিত্ত

এই জাতির স্বভাব অতিভীরু, সর্ব্বদা শঙ্কিতচিত্তে বিচরণ করে।

প্র। মেষ জাতির আহার দ্রব্য কি ?

উ। ইহারা ছাগ জাতির ন্যায় তৃণভোজী; তৃণ, পল্লব, শস্য ভক্ষণ করিয়া থাকে।

প্র।মেষ জাতি কয় মাস গর্ভধারণ করিয়া কয়টী শাবক প্রসব করে ?

উ। ইহারা ৫ মাস গর্ভধারণ করিয়া ৩। ৪ টী শাবক প্রসব করে।

প্র। মেষ জাতির দ্বারা কি উপকার পাওয়া যায় ?

উ। ছাগ জাতি অপেক্ষা মেষ জাতি মনুষ্যের অধিক উপকারী; মাংস অতি স্বাদু; চর্ব্বি দ্বারা বাতি নির্ম্মাণ, চর্ম্ম অতি কোমল, জুতা, দস্তানা ও পুস্তকের মলাট প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়; লোমে কম্বল, কেলানেল, পর্দারণ প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্র, বিশেষতঃ মেরিণো জাতীয় মেষের লোমে "মেরিণো" নামক সুদৃশ্য বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

৯ম গো।

প্র। গো জাতির আকৃতি কি প্রকার ?

উ। গো জাতির আকৃতি দেশভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে। গাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিক্কণ লোমে আবৃত, চক্ষু গোল, কর্ণ দীর্ঘ, খুর খণ্ডিত, মস্তকে দুইটী শৃঙ্গ বহির্গত হয়।

কেবল বুনের পাটে অদ্ভুৎ দুষ্ট হইয়া থাকে।

প্র। গো জাতির স্বভাব কি রূপ?

উ। গো জাতি অতিশয় বুদ্ধিজীবী, অনেক সময়ে অসামান্য বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া থাকে, তজ্জন্য ভারতবর্ষবাসী মনুষ্যেরা এই জাতিকে পবিত্র জ্ঞানে স্নেহ করিয়া থাকে।

প্র। গো জাতির অন্তর্গত কোন্ কোন্ জন্তু?

উ। এই জাতির অন্তর্গত নানা প্রকার গো, মহিষ ও বিষন।

প্র। এই জাতি কি তৃণভুক্?

উ। হাঁ ইহারা তৃণভুক্; তৃণ শস্যাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে।

প্র। গো জাতি কি মনুষ্যের বশীভূত হয়?

উ। ইহারা সমস্ত গৃহপালিত পশু অপেক্ষা অধিক বশীভূত হয় এবং নানা প্রকারে উপকার করে তজ্জন্য প্রায় [illegible] জাতীয় লোকে গো জাতিকে অতি সমাদরে প্রতিপালন করে।

প্র। গাভীগণ এককালে কয়টী শাবক প্রসব করে ও ইহা[illegible] সন্তানস্নেহ কি রূপ?

উ। গাভীগণ এককালে একটী শাবক প্রসব করে কখন [illegible] অর্থাৎ যমজ সন্তানও [illegible]। এই জাতি সন্তানের প্রতি সাতিশয় [illegible] শাবক নষ্ট হইলে [illegible] অনবরত [illegible]।

প্র। গো জাতি এতদ্দেশে কত দিন বাঁচে ?

উ। গো জাতি এতদ্দেশে প্রায় ১৫। ১৬ বৎসর জীবিত থাকে।

প্র। গো জাতি দ্বারা কি কি উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় ?

উ। ভূমণ্ডলে যত প্রকার রোমন্থী পশু আছে, তন্মধ্যে গো জাতিই মনুষ্যের অধিক উপকারী। ইহাদিগের দুগ্ধ অতি স্বাদু ও পুষ্টিকর এবং তাহা হইতে মাখন, নবনী, ও ঘৃত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য সকল প্রস্তুত হয়; চর্ম্মে পটহ ও পাদুকা, অস্থি ও শৃঙ্গে নানা প্রকার কুন্দন কর্ম্ম; শির। সিদ্ধ করিলে শিরীশ, নাড়ীতে এক প্রকার সূত্র এবং শোণিতে সুরা পরিষ্কৃত ও প্রসিয়া বাসীরা "প্রসীয়ান ব্লু" নামক এক প্রকার উৎকৃষ্ট রঙ্গ প্রস্তুত করে; যবনেরা মাংস খায়, অধিক কি, ইহাদিগের পুরীষে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা ও মূত্র সেবনে নানা প্রকার পীড়ার শান্তি হয়।

নবম শ্রেণী।

দন্তহীন।

প্র। কোন্ শ্রেণীস্থ স্তন্যজীবিদিগের নাম দন্তহীন ?

উ। নবম শ্রেণীর নাম দন্তহীন অথবা অদন্ত।

প্র। অদন্ত শ্রেণীর লক্ষণ কি ?

উ। যে সকল প্রাণীর দন্ত নাই, তাহাদিগকে দন্তহীন

অথবা অদন্ত বলা যায়। [illegible] মধ্যে কোন কোন জাতির পার্শ্ব ভাগে দন্ত আছে, কিন্তু আকারগত অন্যান্য লক্ষণ সকল অদন্তদিগের ন্যায় দৃষ্ট হওয়াতে, তাহাদিগকেও এই জাতির মধ্যে পরিগণিত করে।

প্র। দন্তহীন প্রাণিগণ কয় জাতিতে বিভক্ত?

উ। প্রাণিবেত্তা পণ্ডিতেরা অদন্ত প্রাণিগণকে তিন জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—

(১) শ্লথ।

(২) পিপীলিকাভুক্।

(৩) আর্ম্মডিলো।

১ম শ্লথ।

প্র। শ্লথ জাতির আকার কিরূপ?

উ। শ্লথ জাতির মস্তক ক্ষুদ্র ও গোল, হস্তাগ্র অতি তীক্ষ্ন, সম্মুখের পদদ্বয় পশ্চাতের পদদ্বয়াপেক্ষা দ্বিগুণ দীর্ঘ, তৎসাহায্যে অনায়াসে এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে গমনাগমন করে ও বাদুড়ের ন্যায় বৃক্ষ শাখায় ঝুলিয়া থাকে। ইহাদিগের গাত্রলোম স্থূল ও ঘন, সহসা দেখিলে বৃক্ষের শৈবাল বোধ হয়।

প্র। [illegible] এই জাতিকে শ্লথ অর্থাৎ অলস [illegible] দিয়াছেন কেন?

উ। ইহারা অতিশয় নিদ্রালু; বৃক্ষ শাখায় [illegible] [illegible] নিয়া যায়, [illegible] দিকে

ভৃত বোধ হয়, ইহাদিগের নাম শ্লথ অর্থাৎ অলস হইয়াছে কিন্তু বৃক্ষ শাখায় ভ্রমণ কালে অতিশয় নৈপুণ্য প্রকাশ করে।

প্র। শ্লথ জাতি কোন্ কোন্ দেশে জন্মিয়া থাকে ?

উ। এই জাতি দক্ষিণামিরিকার অন্তঃ মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

প্র। ইহারা কি ভূমির উপর বাস করে ?

উ। না, সম্মুখ ও পশ্চাৎ পদের বিভিন্নতাহেতু সম ভূমির উপর সহজে গমনাগমন করিতে পারে না, তজ্জন্য সর্ব্বদা বৃক্ষে বাস করে।

প্র। শ্লথ জাতি কি মাংস খায় ?

উ। না, ইহারা নবীন পল্লব, বৃক্ষত্বক, ফল ও মূল প্রভৃতি আহার করে; যখন যে বৃক্ষে বাস করে, তখন সেই বৃক্ষের সমস্ত পত্রাদি শেষ না করিয়া বৃক্ষান্তরে যায় না।

২য় পিপীলিকাভুক্।

প্র। পিপীলিকাভুক্ দিগের গঠন কি প্রকার ?

উ। এই জাতির শরীর দীর্ঘ ও ধূসর বর্ণ লোমাবৃত, মস্তক লম্বা ও সরু, চক্ষু ছোট, কর্ণ ক্ষুদ্র ও গোল, মুখ ক্ষুদ্র, জিহ্বা সূত্রাকৃতি ও দুই ফিট দীর্ঘ, পা অত্যন্ত স্থূল ও সবল, সহসা দেখিলে গতিশক্তি-হীন বলিয়া ভ্রম জন্মে।

প্র। এই জাতীয় প্রাণিগণকে পিপীলিকাভুক্ বলে কেন ?

উ। এই জাতির প্রধান আহার ভক্ষ্য পিপীলিকা, তজ্জন্য ইহাদিগের নাম পিপীলিকাভুক্ হইয়াছে। পিপীলিকাভুক্ দিগের জিহ্বায় এক প্রকার আটা সংলগ্ন আছে, পিপীলিকা বা অন্য কোন কীট এক বার পতিত হইলে আর পলাইতে পারে না, ইহারা সচরাচর পিপীলিকার বল্মীকের নিকট জিহ্বা পাতিয়া পিপীলিকা আক্রমণ করে।

প্র। এই জাতির জন্মভূমি কোন্ কোন্ প্রদেশ?

উ। ইহারা দক্ষিণামেরিকার ব্রেজীল দেশে অধিক সংখ্যায় জন্মিয়া থাকে।

৩য় আর্ম্মিডিলো।

প্র। আর্ম্মিডিলো জাতি কোন্ দেশের আদিম জন্তু?

উ। ইহারা দক্ষিণামিরিকার আদিম জন্তু; ব্রেজীল, গায়েন প্রভৃতি দেশে এবং আণ্ডিষ পর্ব্বতে বহু সংখ্যা দেখা যায়।

প্র। এই জাতি কি ভূমির উপর বাস করে?

উ। না, ইহারা ইন্দুর জাতির ন্যায় গর্ত্ত খনন করিয়া বাস করতঃ সমস্ত দিবস নিদ্রা যায়, কেবল নিশি যোগে আহারান্বেষণ হেতু বহির্গত হয়।

প্র। আর্ম্মিডিলো জাতির আহারদ্রব্য কি?

উ। ইহারা বৃক্ষের ফল, মূল, শস্য প্রভৃতি নানাবিধ

প্র। মনুষ্যেরাকি এই জাতির মাংস ভক্ষণ করে?

উ। আর্দ্রিভিলো জাতি অতি হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া থাকে। আমিরিকা বাসীরা তজ্জন্য ইহাদিগের মাংস অতি রুচি পূর্ব্বক ভক্ষণ করে।

দশম শ্রেণী।

তীক্ষ্ণদন্তী।

প্র। তীক্ষ্ণদন্তী কাহাদিগকে কহে?

উ। যে সকল প্রাণীর দন্তশ্রেণী অতিশয় তীক্ষ্ণ ও আঁহার দ্রব্য চিবাইয়া ভক্ষণ করে, তাহাদিগকে তীক্ষ্ণদন্তী কহা যায়।

প্র। তীক্ষ্ণদন্তী প্রাণীগণের আকার কিরূপ?

উ। স্তন জীবি প্রাণীগণের মধ্যে তীক্ষ্ণদন্তিদিগের আকার অতি ক্ষুদ্র, মস্তিষ্ক অতি সরল, চক্ষু মস্তকের পার্শ্বস্থিত, অনায়াসে কোন জন্তুর আক্রমণ হইতে পলাইতে পারে; সম্মুখের পদদ্বয়াপেক্ষা পশ্চাতের পদদ্বয় কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, তজ্জন্য দৌড়াইতে পারে না, লাফাইয়া চলে। এই শ্রেণীস্থ কোন কোন জাতির ক্ষধাস্থি নাই।

প্র। তীক্ষ্ণদন্তী জীবগণের জন্মভূমি কোন্ কোন্ প্রদেশ?

উ। ইহারা ভূমণ্ডলের সর্ব্ব প্রদেশেই জন্মিয়া থাকে। কেবল অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে কোন প্রকার তীক্ষ্ণদন্তী প্রাণী দেখা যায় না।

প্র। তীক্ষ্ণদন্তীরা একবারে কয়টী শাবক প্রসব করে?

উ। স্তন্যপায়ি প্রাণিগণ মধ্যে তীক্ষ্ণদন্তী জীবেরা এককালে অনেক শাবক প্রসব করে সুতরাং অপরাপর প্রাণী অপেক্ষা ইহাদিগের সংখ্যা অধিক।

প্র। তীক্ষ্ণদন্তিগণের আহার-দ্রব্য কোন্ কোন্ বস্তু?

উ। ইহারা বৃক্ষের মূল, পত্র, ফল প্রভৃতি ভক্ষণ করে, কখন কখন কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি আহার করিতেও দেখা যায়।

প্র। তীক্ষ্ণদন্তী জীবগণ কয় জাতিতে বিভক্ত।

উ। এই শ্রেণীস্থ জীবগণ ৭ জাতিতে বিভক্ত যথা।

(১) কাঠ বিড়াল	(৫) গিনিশূকর
(২) ইন্দুর	(৬) চিনচিলা
(৩) বীবর	(৭) শশক
(৪) শজারু	

এবং এই সাত জাতি হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়া থাকে।

১ম কাঠবিড়াল।

প্র। কাঠ বিড়াল জাতির আকৃতি কি রূপ?

উ। কাঠ বিড়াল জাতির আকৃতি অতি সুশ্রী, শরীর কোমল ও চিক্কণ লোমাবৃত, চক্ষুর তারা অতি উজ্জ্বল, লাঙ্গুলের লোম দীর্ঘ ও ঘন, প্রত্যেক পদে ৪টী করিয়া

অঙ্গুলী হয়। ইহারা বসিবার সময় পশ্চাতের পদদ্বয় পাতিয়া বসে এবং সম্মুখের পদদ্বয় দ্বারা আহারীয় দ্রব্য তুলিয়া ভক্ষণ করে।

প্র। কাঠবিড়াল জাতি কোন্ কোন্ দেশে জন্মে?

উ। এই জাতিকে প্রায় সকল দেশেই দেখাযায়, বিশেষতঃ সমমণ্ডলস্থ দেশ সকলে অধিক সংখ্যায় জন্মিয়া থাকে। ইহারা সচরাচর বৃক্ষ কোটরে বা ভগ্ন প্রাচীরাদিতে গর্ত্ত করিয়া বাস করে।

প্র। এই জাতির স্বভাব বর্ণন কর?

উ। ইহারা অতিশয় চঞ্চল ও ভীত স্বভাব, কেহ আবাস-বৃক্ষের মূল স্পর্শ করিলে, অমনি কোটর হইতে বহির্গত হইয়া পলায়ন করে।

প্র। কাঠবিড়াল জাতি কোন্ কোন্ দ্রব্য খায়?

উ। ইহাদিগের দন্ত অতি তীক্ষ্ণ ও শক্ত; দন্তদ্বারা বাদাম, গুবাক, আক্রোট প্রভৃতির খোলা কাটিয়া শস্য খায়; আম্র, জাম, পেয়ারা, প্রভৃতি সুপক্ক ফল ভক্ষণ করে এবং শীত কালের নিমিত্ত নানা প্রকার আহার দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখে।

প্র। কাঠবিড়ালী একবারে কয়টি শাবক প্রসব করে?

উ। কাঠবিড়ালী দেড় মাস গর্ভধারণ করিয়া এককালে ৪। ৫ টি শাবক প্রসব করে।

প্র। মনুষ্যেরা কি এই জাতিকে পুষিয়া থাকে?

উ। ইহারা অতি ক্রীড়ানুরক্ত; তজ্জন্য অনেক বিলাসবতী স্ত্রী লোকেরা অতি যত্নে প্রতিপালন করে।

প্র। কাঠবিড়াল জাতি দ্বারা মনুষ্য দিগের ব্যবহারোপযোগী কি কি দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায় ?

উ। উত্তরামিরিকাবাসীরা কাঠবিড়ালের মাংস কোমল ও স্বাদু বোধে আহার করে এবং চর্ম্মে স্ত্রীলোক দিগের জুতা প্রস্তুত হয়।

২য় ইন্দুর।

প্র। ইন্দুর জাতির আকার বর্ণন কর ?

উ। ইন্দুর জাতির মুখ সরু, চক্ষু রক্তবর্ণ, কর্ণক্ষুদ্র, দন্ত সকল অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও তীক্ষ্ণ, তদ্দ্বারা কাষ্ঠ, প্রস্তর প্রভৃতি অতি শক্ত বস্তু কাটিয়া ফেলিতে পারে।

প্র। ইন্দুর জাতি কি গর্ত্ত খনন করিয়া বাস করে ?

উ। হাঁ, ইহারা গর্ত্ত খনন করিয়া বাস করে; শস্যক্ষেত্র; খামার, শস্যাগার প্রভৃতি স্থানে অধিক সংখ্যায় বাস করিতে দেখা যায়।

প্র। ইহাদিগের আহার দ্রব্য কি ?

উ। ইন্দুর জাতি সর্ব্বভুক; মাংস উদ্ভিজ্জ উভয় পদার্থই তণ্ডুল, ধান্য, ফল, মূল, শস্য, মাংস আহার করে এবং অবশিষ্ট অংশ গর্ত্তে সঞ্চয় করিয়া রাখে।

প্র। ইন্দুর জাতি একবারে কয়টী শাবক প্রসব করে ?

উ। ইন্দুর জাতি বৎসরে অনেকবার শাবক প্রসব করে. [illegible] বারে ৫। ৬ টী করিয়া শাবক হয়।

৩য় বীবর।

প্র। বীবর জাতির আকার কি রূপ?

উ। বীবর জাতির শরীর স্থূল, দন্ত অতি তীক্ষ্ণ, লাঙ্গুল চেপ্টা ও শল্ক চর্ম্মাবৃত, সন্তরণ কালে লাঙ্গুল দিয়া হাইলের কার্য্য করে, পশ্চাতের পদদ্বয়ের অঙ্গুলী কোমল চর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত কিন্তু সম্মুখের পদদ্বয় লিপ্ত নহে। ইহারা সম্মুখের পদদ্বারা আহার দ্রব্য তুলিয়া খায়।

প্র। বীবর জাতির জন্মস্থান কোন্ কোন্ প্রদেশ?

উ। বীবর জাতি ইয়ুরোপ, আমিরিকা ও আসিয়ার উত্তর প্রদেশ সকলে জন্মিয়া থাকে, বিশেষতঃ আমিরিকাজাত বীবরই অধিক বুদ্ধিমান। ইহারা সচরাচর নদী বা হ্রদের তীর ভূমিতে বাস করে।

প্র। বীবর জাতির আহার দ্রব্য কি?

উ। ইহারা মৎস্য, বৃক্ষের কোমল ছাল, নবীন পত্র প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে।

প্র। ইহাদিগের স্বভাব ও বুদ্ধিশক্তি কি রূপ?

উ। বীবর জাতি অতি নিরীহ জন্তু, কখন কাহার অনিষ্ট করে না। এই জাতির বুদ্ধিশক্তি অতি প্রবল, যৎকালে ২০০।৩০০ শত বীবর দলবদ্ধ হইয়া নদীতীরে গৃহ নির্ম্মাণ করে তৎকালে ইহাদিগের কার্য্য দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

প্র। বীবরী এককালে কয়টী শাবক প্রসব করে?

উ। বীবরী ৪ মাস গর্ভ ধারণ করিয়া শীতকালের শেষে একবারে ৩। ৪ টি শাবক প্রসব করে।

প্র। বীবর জাতি দ্বারা কিকি প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায়।

উ। বীবরদিগের চর্ম্ম অতি কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ চিক্কণ লোমযুক্ত, তাহাতে "বীবর হেট" নামক টুপী প্রস্তুত হয়, মাংস নরম কিন্তু তিক্ত ও তৈলাক্ত। ইহাদিগের শরীরে "ক্যাষ্টর" নামক এক প্রকার বহুমূল্য গন্ধ দ্রব্য জন্মে, চিকিৎসকেরা ঐ দ্রব্যে ঔষধ প্রস্তুত করে।

৪র্থ শজারু।

প্র। শজারু জাতির আকার কি রূপ।

উ। ইহাদিগের মুখ খরগোসের ন্যায়, গাত্র কণ্টকাকীর্ণ, সম্মুখের পদদ্বয়ে ৪ টী, ও পশ্চাতের পদদ্বয়ে ৫ টী করিয়া অঙ্গুলী আছে এবং নখর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়।

প্র। শজারু জাতি কোন্ কোন্ দেশে জন্মে?

উ। এই জাতি আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষে অধিক জন্মিয়া থাকে; স্পেন, ইটালী, সিসিলি প্রভৃতি দেশ সকলে [illegible] কখন২ দেখা যায়।

প্র। শজারু জাতির আহার দ্রব্য কি?

উ। ইহারা রাত্রিতে, মুরুলীযোগে বাহির হইয়া শাক, পত্র, বৃক্ষের বল্কল প্রভৃতি আহার করিয়া থাকে এবং কখন২ উদ্যানের মধ্যে প্রবেশিয়া দন্ত দ্বারা বৃক্ষাদির [illegible] কর্ত্তন করিয়া অতিশয় অপকার করে।

প্র। এই জাতির স্বভাব কি রূপ?

উ। এই জাতি স্বভাবতঃ অতিনিরীহ কিন্তু আক্রমণ করিলে ক্রোধে গাত্রের কাঁটা সোজা করিয়া ধাবমান হয়। ইহাদিগের সর্পের সহিত অতিশয় শত্রুতা, সর্প দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার উপর গড়াইয়া বধ করে।

প্র। শজারু জাতি কয় মাস গর্ভধারণ করিয়া কয়টী শাবক প্রসব করে?

উ। ইহারা ৭ মাস গর্ভধারণ করিয়া একটী শাবক প্রসব করে।

প্র। এই জাতি কতকাল জীবিত থাকে?

উ। ইহারা ন্যূনাধিক ১৪। ১৫ বৎসর জীবিত থাকে।

৫ম গিনিশূকর।

প্র। গিনিশূকর জাতির আকার ও স্বভাব কিরূপ?

উ। এই জাতির আকার ও স্বভাব প্রায় খরগোষের ন্যায়, কেবল লাঙ্গূল নাই।

প্র। গিনিশূকর জাতি কি মাংসাহার করে?

উ। না, ইহারা শস্যভুক; প্রায় সকল প্রকার শস্য খায় বিশেষতঃ আতা প্রভৃতি সুখাদ্য ফল ভক্ষণ করিতে অতিশয় অনুরক্ত।

প্র। এই জাতির জন্ম স্থান কোন কোন দেশ?

উ। ইহারা ব্রেজীল দেশে অধিক পরিমাণে জন্মে কিন্তু শীত ও সমমণ্ডলে পালন করিলে অনায়াসে জীবিত থাকে।

প্র। গিনিশূকরীর গর্ভধারণের ধারা কি রূপ ?

উ। শশক জাতির ন্যায় গিনিশূকরের বংশ অতি শীঘ্র বৃদ্ধি হয় ; ইহারা ২ বৎসর বয়স্ক হইলে শাবক প্রসব করিতে আরম্ভ করে ও ২ মাস অন্তর এককালে ৫টি অবধি ১১টী পর্য্যন্ত শাবক প্রসব করে, কিন্তু শীতের প্রাদুর্ভাবে অধিকাংশই নষ্ট হয়।

৬ষ্ঠ চিনচিলা।

প্র। চিনচিলা জাতির আকার কি রূপ ?

উ। চিনচিলা জাতির মস্তক খরগোষের ন্যায়, চক্ষু উজ্জ্বল ও বৃহৎ, লাঙ্গূল সর্ব্বদা পৃষ্ঠদেশে বাঁকাইয়া রাখে। ইহারা কাঠবিড়ালের ন্যায় উবু হইয়া বসে ও সম্মুখ পদ দ্বারা আহার দ্রব্য তুলিয়া খায়।

প্র। চিনচিলা জাতিকে কোন্ কোন্ দেশে দেখিতে পাওয়া যায় ?

উ। ইহারা দক্ষিণআমিরিকার জন্তু, পেরু, চিলি প্রভৃতি দেশ ও আণ্ডিস পর্ব্বতে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে।

প্র। এই জাতির আহার দ্রব্য কি ?

উ। এই জাতি বৃক্ষাদির কোমল মূল ও গেঁড় ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে।

প্র। চিনচিলা জাতি হইতে কি কি প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায় ?

উ। চিনচিলা জাতির রোমশ চর্ম্ম দেখিতে অতি সুন্দর ও

শিল্পকর্ম্মোপযোগী, তজ্জন্য শীকারীরা ইহাদিগকে বধ করিয়া চর্ম্ম আহরণ করে।

৭ম শশক।

প্র। শশক জাতির আকার কি রূপ?

উ। শশক জাতির অঙ্গ অতি কোমল, মস্তক গোল, মুখ ক্ষুদ্র ও দুই পার্শ্বে দীর্ঘ লোম আছে; কর্ণ দীর্ঘ, চক্ষুর তারা উজ্জ্বল, লাঙ্গুল ছোট, চর্ম্ম চিক্কণ ও কোমল লোম-

প্র। শশক জাতি কোন্ কোন্ দেশে জন্মে?

উ। এই জাতি ইয়ুরোপ, আসিয়া ও আমিরিকা খণ্ডে অধিক সংখ্যায় জন্মিয়া থাকে। ইহারা নিবিড় অরণ্যে গর্ত্ত করিয়া বাস করে এবং রাত্রিযোগে বহির্গত হইয়া ভ্রমণ করে।

প্র। এই জাতির আহার দ্রব্য কি?

উ। ইহারা তৃণভোজী; তৃণ, পল্লব, ফল প্রভৃতি ভক্ষণ করে।

প্র। শশকীর একেবারে কয়টী শাবক হয়?

উ। এই জাতির অল্পকাল মধ্যে যে রূপ বংশ বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ কোন পশু জাতির দেখা যায় না; শশকী এককালীন ৬টি পর্য্যন্ত শাবক প্রসব করে।

প্র। শশক জাতি কত কাল বাঁচে?

উ। শশকজাতি প্রায় ৫।৬ বৎসরের অধিক কালও জীবিত থাকে।

প্র। শাবক জাতি দ্বারা মনুষ্যেরা কি কি উপকার পায় ?

উ। ইহাদিগের মাংস অতি কোমল ও স্বাদু; প্রায় সকল দেশীয় লোকেরা আগ্রহ পূর্ব্বক ভক্ষণ করে, চর্ম্ম অতি সুন্দর লোমযুক্ত, তাহাতে অনেক শিল্পকার্য্য হয়।

একাদশ শ্রেণী।

দ্বিগর্ভ।

প্র। দ্বিগর্ভ পশু শ্রেণীর লক্ষণ কি?

উ। যে সকল জীবের স্ত্রীজাতির বক্ষঃস্থলে একটী চর্ম্মময় কোষ আছে, তাহাদিগকে দ্বিগর্ভ কহে; যথা কঙ্গারু, অপোসম।

প্র। জগদীশ্বর কি অভিপ্রায়ে এই শ্রেণীস্থ জীবগণকে একটী স্বতন্ত্র কোষ দিয়াছেন?

উ। দ্বিগর্ভ প্রাণিগণ শাবকগণকে অপূর্ণাবস্থায় প্রসব করে অর্থাৎ সদ্য প্রসূত শাবকের কোন কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধি হয় না, কিছু দিবস পরে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য দয়াময় জগদীশ্বর ইহাদিগকে এক স্থলী প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে শাবকগণ অনায়াসে প্রতিপালিত হয়।

প্র। দ্বিগর্ভ প্রাণিগণের আহার দ্রব্য কোন্ কোন্ বস্তু?

উ। ইহারা জাতিভেদে মাংস ও উদ্ভিজ্জ উভয় দ্রব্যই ভক্ষণ করে, নবপ্রসূতা মাতা শাবকের নিমিত্ত কোষ মধ্যে আহারদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখে।

প্র। দ্বিগর্ভ দিগের আবাস স্থান কোন্ কোন্ দেশ?

উ। ইহারা অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের আদিম জন্তু; কেবল আমিরিকা দেশে অপোজম নামক এক জাতিকে দেখা যায়।

প্র। দ্বিগর্ভ পশুগণেরা কয় জাতিতে বিভক্ত?

উ। ইহারা আহারীয় দ্রব্য প্রভেদানুসারে ৫ জাতিতে* বিভক্ত, তন্মধ্যে কাঙ্গারু এবং অপোজম জাতিই অধিক প্রসিদ্ধ।

১ম অপোজম।

প্র। অপোজম দিগের আকার কি রূপ?

উ। অপোজম জাতির গাত্র রোমশ, মুখ সরু, কর্ণ গোল, পদে ৫টি করিয়া অঙ্গুলী হয়, লাঙ্গুল দীর্ঘ, তদ্দ্বারা বৃক্ষাদিতে অনায়াসে আরোহণ করে?

প্র। ইহাদিগের জন্মস্থান কোন্ কোন্ দেশ?

---

* চেম্বরস্ প্রকাশিত "প্রাণিবিদ্যা" নামক পুস্তকে দ্বিগর্ভ প্রাণিগণ ৫ জাতিতে বিভক্ত আছে; যথা—

(১) মাংসাদ   (৪) তৃণাদ।
(২) কীটাদ   (৫) মূলাদ।
(৩) ফলাদ।

উপরোক্ত ৫ জাতির মধ্যে ২য় ও ৪র্থ জাতির অন্তর্গত অপোজম ও কঙ্গারু পশুদ্বয় অধিক প্রসিদ্ধ; তদ্ভিন্ন অপরাপর জাতির সম্পূর্ণ স্বভাবাদি প্রাপ্ত হওয়া অতীব সুকঠিন, তদ্ধেতু কেবল উক্ত প্রাণিদ্বয়ের বিবরণ লিখিত হইল।

উ। ইহারা আমিরিকার জন্তু; ভাজিনীয়া, গায়েনা, ব্রেজীল, কেনেডা, চিলি ও পেরেগোয়া প্রভৃতি দেশেও জন্মিয়া থাকে।

প্র। অপোজম জাতির আহার দ্রব্য কি?

উ। অপোজম জাতি কীটভুক্; কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি আহার করে; কিন্তু অভাবে বৃক্ষের ছাল ও মূল খাইতে দেখা যায়।

প্র। এই জাতির একবারে কয়টী শাবক হয় ও সন্তান স্নেহ কি রূপ?

উ। ইহারা এককালে ৫। ৬ টী শাবক প্রসব করে এবং এই জাতির সন্তান স্নেহ অতিশয় প্রবল স্থানান্তরে যাইবার সময় শাবকগণকে পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া যায়।

২য় কঙ্গারু।

প্র। কঙ্গারু জাতির আকার কি প্রকার?

উ। কঙ্গারু জাতির গাত্র ক্ষুদ্র ও কোমল লোমাবৃত; মুখ হরিণের ন্যায়, কর্ণ দীর্ঘ, লাঙ্গুল অতিশয় লম্বা, সম্মুখের পদ হয় অতি ক্ষুদ্র এবং পশ্চাতের পদ হয় অত্যন্ত দীর্ঘ; তজ্জন্য লাফাইয়া চলে।

প্র। এই জাতির জন্মস্থান কোন্ দেশ?

উ। কঙ্গারু জাতি নবহলণ্ড দ্বীপের আদিম জন্তু; অন্য দেশে কুত্রাপি জন্মে না।

প্র। কঙ্গারুদিগের ভক্ষ্যদ্রব্য কি?

উ। কঙ্গারু জাতি তৃণভুক; তৃণ, পত্র প্রভৃতি ভক্ষণ করে এবং রোমন্থীদিগের ন্যায় গিলিতচর্ব্বণ করিয়া থাকে।

প্র। এই জাতি কি একাকী থাকিতে ভাল বাসে?

উ। না, ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে, প্রত্যেক দলে ৩০। ৪০টী করিয়া থাকে তন্মধ্যে একটী বলবান্ কঙ্গারু প্রহরীর কার্য্য করে।

প্র। ইহাদিগের পরাক্রম কি রূপ?

উ। ইহারা অতিশয় বলবান্ লাঙ্গূলাঘাতে মনুষ্যেরও পদ ভগ্ন করিয়া দিতে পারে। এই জাতি এরূপ দ্রুতগামী যে, শীকারীকুকুর পর্য্যন্ত ইহাদিগের অনুগমন করিতে পারে না, প্রত্যেক লম্ফে ৭। ৮ হাত অতিক্রম করে।

প্র। কঙ্গারুদিগের একেবারে কয়টী শাবক হয়?

উ। কঙ্গারু জাতির এককালে একটী শাবক হয়; শাবকটী স্তনপান করে এবং হঠাৎ ভয় অথবা শ্রান্ত হইলে মাতার বক্ষঃস্থলীতে প্রবেশিয়া নির্ভয়চিত্ত হয়।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।